ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 May, 2021 ■ আগরতলা, ১২ মে, ২০২১ ইং ■ ২৮ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৪ ঘন্টায় সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে ছারখার

মৃত্যু ১১, দ্বিতীয় ঢেউয়ে সর্বোচ্চ ৪৬৬ নতুন সংক্রমিত

আগরতলা, ১১ মে (হি. স.)।। ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতির সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গে ২৪ ঘন্টায় ভাইরাস-এ সংক্রমিত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তাই নয়, করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউ-এ গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৪৬৬ জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই নমুনা পরীক্ষায় সংখ্যায় বৃদ্ধির কারণে সংক্রমিত-র হার বেড়েছে। কিন্তু, ১১ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে সবচেয়ে ভয়ংকর নজির স্থাপন করেছে। কারণ, সর্বকালের সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনার সাথে মৃতের তালিকায় যুব প্রজন্মের করোনা আক্রান্ত-ও রয়েছেন। এদিকে, ১৩৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি-ও পেয়েছেন। তবে চিন্তা রীতিমত বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২৭১ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ২৯১৭ জন।

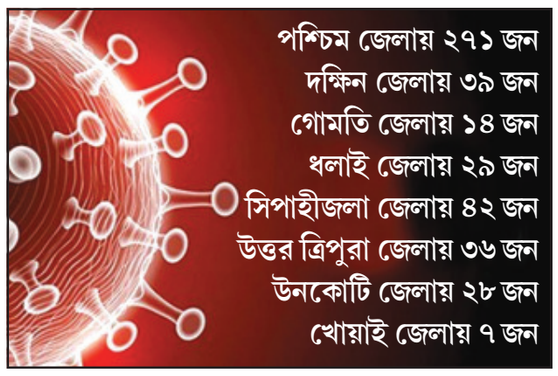

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১০৮১ এবং র‍্যাপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৫২০৭ জন মোট ৬২৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৫৪ জন এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন-এ ৪১২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৪৬৬ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১৩৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২৯১৭ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৮১৫৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৪৭৬১ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.০২ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯১.২৪ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.১০ শতাংশ। নতুন করে ১১ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪১৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে খবর, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৭১ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় লাগামহীন করোনা, কনটেনমেন্ট জোনের দাওয়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। আপাতত কনটেনমেন্ট জোন নির্ধারণের মাধ্যমে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। কারণ, সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পুর নিগম এলাকায় ৫, ৪৯ এবং ২১ নং ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশী করোনা সংক্রমণ ছড়িয়েছে। এছাড়া পুর নিগমের ১২, ২৪ এবং ২০ নং ওয়ার্ডেও সংক্রমণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিগম সূত্রের দাবি, আগামীকাল ৫ এবং ৪৬ নং ওয়ার্ডকে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করার সম্ভাবনা প্রবল।

প্রসঙ্গত, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সারা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংক্রমিত হয়েছে। ইতিমধ্যে দেড় সহস্রাধিক জেলাবাসী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর তালিকাতেও পশ্চিম জেলা শীর্ষে রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে করোনার শৃঙ্খল ভাঙার জন্য কাল বিলম্ব দেরী না করে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

সূত্রের দাবি, পুর নিগম এলাকাতে সবচেয়ে বেশী সংক্রমণের খোঁজ মিলেছে। এক্ষেত্রে ১২টি ওয়ার্ড অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ বলে প্রমাণ মিলেছে। সাম্প্রতিক রিপোর্টে উঠে এসেছে পুর নিগমের ৫, ৪৯ এবং ২১ নং ওয়ার্ডে সংক্রমণের সংখ্যা সত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছে। তেমনি ১২, ২, ২৪ এবং ২০ নং ওয়ার্ড সংক্রমণে অর্ধশতক পার করে ফেলেছে। ঠিক পেছনেই সংক্রমণে এগিয়ে চলেছে পুর নিগমের ৩৩, ৪৬, ৪৫, ৪৮ এবং ৪২ নং ওয়ার্ড। ওই ওয়ার্ডগুলিতে সংক্রমণের সংখ্যা চল্লিশ অতিক্রম করেছে।

স্বাভাবিকভাবেই দ্রুতগতিতে সংক্রমণ বৃদ্ধি সমগ্র নিগমবাসীকে গভীর চিন্তায় ফেলেছে। এক্ষেত্রে কনটেনমেন্ট জোনের মাধ্যমে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙা কতটা সাফল্য এনে দেবে তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি পুর নিগমের পাঁচটি ওয়ার্ডে করোনার নমুনা পরীক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তাতেই গত চব্বিশ ঘন্টায় শুধু পশ্চিম জেলায় সংক্রমণ ২৭১-এ পৌঁছে গিয়েছে। এদিকে, ফ্লাওয়ার্স ক্লাব, চিত্তরঞ্জন ক্লাব, লালবাহাদুর ক্লাব এবং জগহরিমুড়া হেল্‌থ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টারে করোনার নমুনা পরীক্ষার বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরে পুর নিগম এলাকায় সমস্ত দোকান ও অফিসগুলিতে ধারাবাহিক করোনার নমুনা পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হবে। কারণ, সারা রাজ্যের মধ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে পশ্চিম জেলা মারাত্মক ঝুকির মধ্যে রয়েছে। এমনিতেই রাজধানী আগরতলা শহরে রাজ্যের অন্যান্য শহরের তুলনায় ঘন জনবসতি রয়েছে। ফলে, করোনার শৃঙ্খল ভাঙার ক্ষেত্রে ঘন জনবসতি প্রতিবন্ধকতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় জেরবার দেশ জি৭ সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রিটেন যাবেন না প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.)।। জি৭ সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রিটেন যাবেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের করোনা পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই এমন সিদ্ধান্ত।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ব্রিটেনে যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর। ১১ জুন থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত ওই সম্মেলন হওয়ার কথা। কিন্তু এদিন বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়ে দিলেন, "ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসেবে জি৭ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর সেদেশে যাওয়ার কথা থাকলেও বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তিনি সশরীরে ওই সম্মেলনে যোগ দেবেন না।" প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারিতে জি৭ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পান প্রধানমন্ত্রী। এই সম্মেলনেই আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সামনে কোভিড অতিমারী পরবর্তী নতুন বিশ্ব গঠনের আহ্বান জানাবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ভারত ছাড়াও গত ২ বছর ধরেই এই সম্মেলনে অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া।

আমবাসায় কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়েছে করোনা আক্রান্ত, উদ্ধার সাতজন

আমবাসা, ১১ মে (হি.স.)।। ত্রিপুরায় আবারো কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে করোনায় আক্রান্ত রোগী পালিয়েছেন। এবার ২৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী গতকাল রাতে ধলাই জেলার আমবাসা পিআরটিআই কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়ে গেছেন। অবশ্য আজ সকালে তাদের মধ্যে সাতজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তারা আশপাশের গ্রামে লুকিয়ে ছিলেন। পলাতক করোনা আক্রান্তরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বাসিন্দা বলে আমবাসা থানার ওসি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের প্রকোপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধির কারণে দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীদের কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাতে আমবাসা রেল স্টেশনে যাত্রীদের করোনা-র নমুনা পরীক্ষায় প্রায় ৫৯ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে বলে জানিয়েছেন আমবাসা মহকুমাশাসক জেভি দুয়াতি। তিনি বলেন, ওই করোনা আক্রান্তরা মূলত ঠিকেদারের অধীনে কাজ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন। তাদের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে। তাই তাদের পিআরটিআই-তে কোভিড কেয়ার সেন্টারে রাখা হয়েছে।

আমবাসা থানার ওসি জানিয়েছেন, গতকাল রাতে নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে ২৫ জন করোনা আক্রান্ত পালিয়ে গিয়েছিলেন। আজ সকালে বিষয়টি সকলের নজরে এসেছে। এর পরই তাঁদের খোঁজাখুঁজি শুরু হয় এবং পাশের গ্রামে লুকিয়ে থাকা সাতজন করোনা আক্রান্তকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে বলে তিনি দাবি করেন।

ইতিপূর্বেও ত্রিপুরার কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে করোনা আক্রান্ত পালিয়েছিলেন। এডি নগরে অবস্থিত পিআরটিআই থেকে পলাতক করোনা আক্রান্ত সকলেই ত্রিপুরার বাইরে চলে গেছেন বলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন দাবি করেছেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক জানিয়েছিলেন, পলাতক ওই করোনা আক্রান্তদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তারা মূলত টিএসআর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য ত্রিপুরায় এসেছিলেন। এর কিছুদিন পর লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেও করোনা আক্রান্ত দুজন কয়েদি পালিয়ে গেছেন।

করোনা ঃ রাজ্যগুলিকে ব্যবস্থা নিতে চিঠি কেন্দ্রের

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ১১ মে।। করোনার সংক্রমণ রোধ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। চিঠিতে কেন্দ্রীয় সরকার উল্লেখ করেছে গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করার জন্য। যেমন পঞ্চায়েত সদস্য, শিক্ষক, আশা কর্মীরা প্রমুখ। তাদেরকে প্রয়োজন সংখ্যক ফিঙ্গার অক্সিমিটার, এন-৯৫ মাস্ক, থার্মাল স্কেনিং সামগ্রী এবং সেনিটাইজার দেওয়ার জন্য। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে বলেছে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কেয়ারেন্টাইন সেন্টার বা আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন করার জন্য সেইসাথে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ওষুধ মজুত রাখার জন্য। জরুরী প্রয়োজনীয় এম্বুলেন্স সহ অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে বলেছে।

মাণিক্য কোর্ট ও গোলাব বাগানে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ মে শুনানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। মাণিক্য কোর্ট ও গোলাব বাগানে গত ২৬ এপ্রিল, ২০২১ রাতে বিবাহ অনুষ্ঠানে সংঘটিত ঘটনার তদন্তের জন্য আগামী ১৫ মে, ২০২১ রাজ্য অতিথিশালার কনফারেন্স হলে (প্রথম তল, শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বিপরীতে, কু'বন, আগরতলা, পিন-৭৯৯০০৬) শুনানি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক সংক্রমণ কমে ৩.২৯-লক্ষাধিক ভারতে কোভিডে মৃত্যু ২৪৯,৯৯২ জন

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.)।। ভারতে ফের কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৪২ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৩,৮৭৬ জন রোগীর। একইসঙ্গে সোমবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ০৮২ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুত চলছে টিকাকরণ, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৭,২৭,১০,০৬৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বহু দিন পর ভারতে কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৩০,০১৬। ৩০,০১৬ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৭.১৫-লক্ষতে (১৬.১৬ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,২৯,৯৪২ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,২৯,৯২,৫১৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩,৮৭৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৪৯,৯৯২ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে আক্রান্ত মানিক সরকার, তদন্ত কমিটি গঠন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ মে (হি.স.)।। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এবং বিধায়ক বাদল চৌধুরী ও বিধায়ক সুধন দাস সহ সিপিএম নেতৃবৃন্দের ওপর গতকাল শান্তিরবাজারে আক্রমণের ঘটনায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি একটি বিশেষ দল গঠন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়নের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, গতকাল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে আক্রান্ত সিপিএম কর্মী নারায়ণ দাসের খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। সেখানে তাঁরা আক্রমণের শিকার হন। স্থানীয় কিছু উত্তেজিত জনতা মানিক সরকার সহ অন্যদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল, জলের বোতল ইত্যাদি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তাতে বাদল চৌধুরী মাথায় আঘাত পেয়েছেন। এডিসি-র প্রাক্তন এমডিসি পরীক্ষিত মুড়া সিঙের গাড়ি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা, এমনটাই দাবি তাঁদের।

পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা কোনও মতে তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আগরতলায় ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে মানিক সরকার ঘটনার সামগ্রিক বিবরণ দিয়ে দাবি করেছিলেন, ত্রিপুরায় জঙ্গলের শাসন কায়েম হয়েছে। তিনি ওই ঘটনার জন্য পুলিশের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন।

এদিকে, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণও একইভাবে ওই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন পদ সৃষ্টি সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা জল বোর্ডের বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে ত্রিপুরা জল বোর্ডের দ্বিতীয় সভা আজ সচিবালয়ের ১ নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূলত ত্রিপুরা জল বোর্ডের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ত্রিপুরা জল বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন পদ সৃষ্টি সহ জল বোর্ডের নিয়মনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরন গিত্যে ত্রিপুরা জল বোর্ডের গত সভায় গৃহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা জল বোর্ড প্রাথমিকভাবে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় কাজ শুরু করবে। ত্রিপুরা জল বোর্ডের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর থেকে ডেপুটেশনে কর্মী নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা জল বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন পদে কর্মী নিযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা সম্পন্ন লোক নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তাই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অগ্রনী ভুমিকা নিতে হবে। ত্রিপুরা জল বোর্ড গঠিত হওয়ায় এই কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। সরকারের অন্যান্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সদর্থক ভুমিকা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব বলেন, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ত্রিপুরা জল বোর্ডের সি ই ও হিসেবে কাজ করবেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা জল বোর্ডের নামে একটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হবে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর ইতিমধ্যেই কর্মী ও সম্পদ ত্রিপুরা জল বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করার জন্য তালিকা তৈরি করেছে। সভায় অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ও সমাহর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

করোনায় স্থান সংকুলান ভারত সফররত নাগরিকদের আপাতত দেশে ফেরত নিতে চাইছে না বাংলাদেশ সরকার

আগরতলা, ১১ মে (হি.স.)।। করোনা-র ভয়াবহতায় আক্রান্ত এবং একান্তবাসে স্থান সংকুলানের কারণে ভারত সফররত বাংলাদেশের নাগরিকদের আপাতত দেশে ফেরত নিতে চাইছে না সে দেশের সরকার। তাই ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের নির্দেশ মোতাবেক নাগরিকদের দেশে ফেরার ছাড়পত্র দিচ্ছে না। তাঁদের ভারতেই নিরাপদে থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে।

এ-বিষয়ে আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনার মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশে ২৬ এপ্রিল থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে। ২৭ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশে ফেরার ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ ১৪ দিন রয়েছে এমন নাগরিকদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, আগরতলা সহকারী হাইকমিশন এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফেরার ছাড়পত্র দিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ছাড়পত্র না দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। তবুও পরিস্থিতি দেখে অনিবার্য মনে হলে তবেই ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতায় অবস্থিত উপ-হাইকমিশন ইতিমধ্যে তাদের কার্যালয় সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছে। এ-বিষয়ে মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন বলেন, বেনাপোল দিয়ে যত সংখ্যক যাত্রী বাংলাদেশে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁদের একত্রে যশোর সহ বিভিন্ন জেলায় থাকতে দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ, ভারত থেকে দেশে ফেরার পর করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট থাকলেও ১৪ দিনের একান্তবাস বাধ্যতামূলক। ফলে, আপাতত বেনাপোল দিয়ে কাউকেই দেশে ফিরতে নেওয়া হচ্ছে না। তাঁর কথায়, বেনাপোল বন্ধ থাকায় স্বাভাবিকভাবে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। প্রচুর বাংলাদেশি নাগরিক ঈদ উপলক্ষ্যে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন।

তিনি বলেন, ২৩ মে পর্যন্ত আপাতত লকডাউনের সময়সীমা বেড়েছে বাংলাদেশে। তবে সকলকে ১৬ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। পবিত্র রমজান মাসের শেষে ইদ-উল-ফিতর উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল রমেশ বৈস ত্রিপুরার মুসলিম সম্পদায়ের লোকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই উৎসব সমাজে সম্পীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করবে এবং সমস্ত নাগরিকদের মধ্যে সৌভ্রাত'ত্বের বিকাশ ঘটাবে। তিনি কোভিড-১৯ মহামারির নিরীখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎসব পালন করতে এবং প্রার্থনা জানাতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই উৎসব করুনা ও ধৈর্য্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে বলে তিনি কামনা করেছেন।

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মুসলীম সম্পদায়ের জনগণসহ সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন- এবারের এই উৎসব এক ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে উ্‌যাপিত হচ্ছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত উদ্ভত পরিস্থিতিতে দেশ, রাজ্য ও নিজেদের সুস্থতার স্বার্থে সামাজিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাম্বুলেন্সে কোভিড আক্রান্ত প্রসূতির কন্যাসন্তান প্রসব

আগরতলা, ১১ মে (হি.স.)।। অ্যাম্বুলেন্সেই সন্তান প্রসব করলেন কোভিড আক্রান্ত ২৩ বছরের পারুল দেববর্মা। প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে খোয়াই থেকে ১০২ অ্যাম্বুলেন্সে করে আগরতলা আসার সময় মাঝপথেই জরুরিভিত্তিতে প্রসব করানোর বিষয়টি অনুভব করেন অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান মেঘন দেবনাথ। মাঝপথে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করিয়ে সফল প্রসব করান তিনি। এক ফুট ফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন পারুল দেববর্মা।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী এলাকার মুণ্ডাবাড়ির নিবাসী দেবাশিস দেববর্মার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী পারুল দেববর্মা কোভিড সংক্রমিত হন। সোমবার রাত থেকে তাঁর প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। করোনা সংক্রমিত পারুল দেববর্মার সন্তান প্রসবের বিষয়ে মুঙ্গিয়াকামী হাসপাতালে বিষয়টি জানানো হলে সঙ্গে সঙ্গে খোয়াই জেলার কোভিড ডেডিকেটেড একমাত্র ১০২ অ্যাম্বুলেন্সটি পারুল দেববর্মাকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

গর্ভাবস্থাতেই কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় সন্তান প্রসবের জন্য আনা হচ্ছিল জিবিপি হাসপাতালে। ১০২ অ্যাম্বুলেন্সে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা থাকায় দক্ষতার সাথে পিপিপি কিট পড়ে অ্যাম্বুলেন্সেই প্রসব করান মেঘন দেবনাথ। প্রসবের পর মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পর্যবেক্ষণে মা এবং সন্তান দুজনকেই বাড়িতে রাখা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২০৮ ▫ ১২ মে ২০২১ ইং ▫ ২৮ বৈশাখ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিজ্ঞানীরাই পথপ্রদর্শক

পরমাণু বিজ্ঞানেও অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে ভারতকে। অন্য কেউ যতক্ষণ না আক্রমণ করিতেছে ততক্ষণ সামনে থেকে আক্রমণ করিবে না ভারত। কিন্তু পরমাণু বিজ্ঞানী তাহার অগ্রগতি বন্ধ হইবে না। এমনটাই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ভারতের মিসাইল ম্যান এপিজে আবদুল কালাম। তাহার নেতৃত্বেই ১৯৯৮ সালে রাজস্থানের পোখরানে মরুভূমির মধ্যে হাইড্রোজেন বোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল ভারত। ছিল বড় বড় দেশগুলির চোখ রাঙানি, কিন্তু সেদিন তাহার সমস্ত তাই উপেক্ষা করে এগিয়ে আসিয়াছিলেন পরমাণু বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম। তাহার যথাযোগ্য সঙ্গ দিয়াছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও। ভারতীয় সেনা, ডিআরডিও এবং ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে সেদিন তৎপরতার সঙ্গে এই অসামান্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে সফলতা দিতে সমর্থ হইয়াছিল ভারত।আজ সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়খ জাতীয় প্রযুক্তি দিবস বা ন্যাশনাল টেকনোলজি ডেতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অসামান্য কর্মকুশলতাকে সম্মান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ দিন পরপর দুটি টুইট করে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অদম্য ইচ্ছা, জেদ এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে সম্মান জানান তিনি।একদিকে যেমন নিজের প্রথম টুইটে পোখরানের ঘটনাকে স্মরণ করিয়া তিনি লিখেন, "আজ বিশ্ব প্রযুক্তি দিবসে দেশের সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদের কঠিন পরিশ্রম ও ধৈর্যকে স্যালুট জানাই যাহারা সত্যিই প্রযুক্তির প্রতি সত্যিকারের উৎসাহী। আজ আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরন করি ১৯৯৮ সালের সেই পোখরান পরীক্ষার কথা যাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল ভারতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কি করিতে পারে।"

সাথে সাথেই আরেকটি টুইটে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেন তিনি। তিনি লেখেন, "যে কোনও চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে আমাদের বিজ্ঞানী ও এবং আবিষ্কারকরা সর্বদা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়াছেন এবং সেই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য কাজ করিয়াছেন। গত এক বছরে, তাহারা কোভিড -১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোরভাবে কাজ করিয়াছেন। আমি তাহাদের অসাধারণ উদ্যোমের প্রশংসা করি।"

কোভিডের বিরুদ্ধে এখনো লড়াই করিয়া চলিয়াছে ভারত। কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন গবেষণা জানাইয়াছে ভারতীয় ভ্যাকসিন প্রায় ৮০ু করোনার মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রশমিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেখানেও রহিয়াছে বিজ্ঞানীদের অসামান্য উদ্যম এবং কঠিন পরিশ্রম। আর সেই কারণেই আজ বিশ্ব প্রযুক্তি দিবসে তাহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিলেন প্রধানমন্ত্রী।

ভবানীপুরে আগুন আতঙ্ক

কলকাতা,১১ মে(হি স):করোনা আবহের মাঝেই খাস কলকাতায় আগুন আতঙ্ক। মঙ্গলবার হঠাৎই ভবানীপুর থানা এলাকায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন।

প্রতিনিয়ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। করোনা হানায় নাস্তানাবুদ সকলে। এই পরিস্থিতিতে খাস কলকাতায় আগুন। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ভবানীপুর থানা এলাকায় একটি বাড়ির এসবেস্টর সিডে আগুন লাগে। মুহূর্তে খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিনের সহায়তায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। কিভাবে লাগল আগুন তা খতিয়ে দেখছে ভবানীপুর থানার পুলিশ।

এসএসকেএম হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের সামনে জলে জলাকার

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.): করোনা আবহের মাঝেই শহরের আবহাওয়া সস্থি দিচ্ছে শহরবাসীকে। মঙ্গলবার বেলা বাড়তেই বিভিন্ন জায়গায় ঝড় হওয়া সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়। অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন শহরতলীর বিভিন্ন জায়গা। অন্যদিকে বৃষ্টির জেরে এসএসকেএম হাসপাতালেও জল থৈ থৈ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই পূর্বাভাস দেয় যে এদিন ঝড় হাওয়া সহ বৃষ্টি হবে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। পূর্বাভাস অনুযায়ী শুরু হয় বৃষ্টি। এক ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে জলে জলকার বিভিন্ন এলাকা। এই পরিস্থিতিতে জলময় এসএসকেএম হাসপাতালও। এসএসকেএম হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের সামনে জলে ভর্তি। সেই জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে রোগী থেকে রোগীর পরিবারকে।

টিকা নিয়ে রাজ্যকে কেন্দ্রের নির্দেশিকা

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : এবার থেকে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এদিন সমস্ত রাজ্যকে এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, ভ্যাকসিনের অপচয় যেন কোনওমতেই না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে।

দেশে করোনা প্রতিষেধকের সঙ্কট চরমে। তা মেনে না নিলেও মঙ্গলবার কেন্দ্রের এক বিজ্ঞপ্তিতে তা কার্যত স্বীকার করে নিল কেন্দ্র। আগাম সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য কোনওরকম প্রস্তুতি ছিল না কেন্দ্রের। এ নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এমনকী, দেশবাসীর টিকাকরণ নিয়েও কোনওরকম মাথাব্যথা ছিল না কেন্দ্রের, অভিযোগ যে কারণে আগেই বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে টিকার কোটি কোটি ডোজ। কেন্দ্রের দেওয়া ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ১৭ কোটির কিছু বেশি মানুষ প্রতিষেধক পেয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম ডোজ পেয়েছে প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ, আর দ্বিতীয় ডোজও পেয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যায় মাত্র সাড়ে তিন কোটি। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যের জন্য যে পরিমাণ প্রতিষেধক বরাদ্দ করা হচ্ছে তার ৭০ শতাংশ যেন দ্বিতীয় ডোজের প্রাপক যারা তাঁদেরকেই দেওয়া হয়।

কয়েকটি রাজ্য প্রতিষেধকের অপচয় করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে কেন্দ্রের কাছে। তা নিয়েও উষ্মাপ্রকাশ করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। অবিলম্বে যাতে প্রতিষেধক অপচয় যাতে বন্ধ হয় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে রাজ্যগুলিকে। দেশজুড়ে যে ধরনের প্রতিষেধকের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার জন্য প্রতিষেধকের অপচয়কেও একটি বড় কারণ হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদি এই প্রবণতা বজায় থাকে, তবে সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে বলেও আশঙ্কাপ্রকাশ করা হয়েছে।

মেমারিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত স্কুল শিক্ষক

বর্ধমান, ১১ মে (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার রসুলপুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক স্কুল শিক্ষকের। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটে মৃত শিক্ষকের নাম কাশীনাথ চৌধুরী(৫৯)। দুর্ঘটনার পর ট্যাংকার চালক রবীন্দ্র যাদবকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাশীনাথ চৌধুরীর বাড়ি জেলার জামালপুর থানার আঝাপুরে। তিনি বর্ধমানের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এদিন সকালে ছেলে অর্ণবের সঙ্গে বাইকে করে যাচ্ছিলেন কাশীনাথবাবু। জিটি রোডে মেমারির রসুলপুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন কাশীনাথবাবু ও অর্ণব। সেইসময় পিছন দিক থেকে আসা তেল বোঝাই একটি ট্যাংকার কাশীনাথবাবুকে পিষে দিয়ে চলে যায়। অর্ণব বরাতজোরে রক্ষা পেলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কাশীনাথবাবুর। খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পুলিশ মর্গে পাঠায়। গ্রেফতার করা হয় ট্যাংকার চালককে। ঘাতক ট্যাংকারটিকেও আটক করা হয়।

বাংলায় দিদি জয়ের পেছনে ছিল বাঙালি জাতির আবেগ

দুলাল ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের এবারের নির্বাচনের লড়াই ছিলো মমতা বনাম মোদিজি'র লড়াই। গোটা ভারতবর্ষ তথা বিশ্ববাসী তাকিয়ে ছিলো পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলের দিকে। বাংলার ক্ষমতা দখলের জন্য মোদিজি কতটা বেপরোয়া হতে পারে তা বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছে। মোদিজি বাংলা দখলের জন্য যত ধরনের কলা কৌশল নেওয়া যায় সবটাই নিলেন। শুধু তাই নয় সি বি আই ও ইডির সাহায্যে নিয়ে দিদির প্রথম সারির নেতাদের এক এক করে নিজের দলের পক্ষে টেলে নিয়ে দিদিকে একা করে দিলেন এবং নানা অপবাদ ছড়ালেন। দৃস্কৃতিকারীরা দিদির পা ভেঙে দিয়েও দিদিকে মানসিক ভাবে দুর্বল করে দেয়। আসলে মমতাকে পরাজিত করে বাংলা ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে মোদিজি সারা ভারতবর্ষে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। এরপরও মোদিজি'র কেন পরাজায় হল ও দিদির কেন জয় হল তাই নিয়ে আজকে আমার আলোচনা।

মোদিজি ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই বাংলা দখলের জন্য আর এস এসের কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনকে বাংলায় কাজে লাগায়। তাছাড়া তাদের নিজস্ব আই টি সেলকে শক্তিশালী করে তুলেন যারা বাংলায়। বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন গুলি বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশ করে ভাগবত পাঠ, গীতা পাঠ, শ্রীরামের গুণগান প্রচার করে ধর্মীয় ভাবাবেগে হিন্দুদের কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করে। আর আই টি সেল দিদির বিভিন্ন দুর্বলতা এবং আমফানের দুর্নীতি নিয়ে প্রচার শুরু করে। আর সারা ভারতবর্ষে একটা প্রচার দেয় দিদির এই রাজ্যে হিন্দুরা খতরে মে হে। তাছাড়া পাশ্ববর্তী দেশের হিন্দুদের নির্যাতনের কাহিনী তুলে ও দেশভাগের জন্য মুসলীমদের দায়ী করে হিন্দুদের মুসলীম বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। শুধু তাই নয় বাংলায় হিন্দুবলয়ের প্রায় দেড়কোটি ভোটারের মন মোদিজি বিভিন্ন কলাকৌশলে জয় করার চেষ্টা করেন। এই দেড় কোটি ভোটারের মন জয় করতে সর্বশেষে দীনেশ ত্রিবেদীকেও বিজেপি নিজের দলে টেনে নেয়। বিজেপি বিভিন্ন রাজ্যের অবাঙালি নেতৃত্বেদের এলে দেড়কোটি ভোটারের মন জয় করতে চেষ্টা করে। তাছাড়া হিন্দু বাঙালিদের মন জয় করতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে নিয়ে হীরা রাজ্যের গল্প শোনান। শুধু তাই নয় মতুয়াদের মন জয় করার জন্য মোদিজি বাংলাদেশ সফরের সময় মতুয়াদের তীর্থস্থান ওড়াকোন্দির ঠাকুরবাড়িতে সফর করে ভোটের আগের দিন মতুয়া ঠাকুরের আশীর্বাদ কামনা করেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার গুরুত্ব পূর্ণ মন্ত্রীদের দীর্ঘদিন বাংলায় রেখে দিলেন। এমন কি বাংলা দখলের জন্য মিঠুন চক্রবর্তীকেও টেনে আনলেন নিজের দলে। অর্থাৎ বাংলা দখলের জন্য মোদিজি কোন ত্রুটি রাখে নি। ডিজিটাল প্রচার সোশ্যাল মিডিয়া এবং গণমাধ্যম। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বেশির ভাগই নিজের দলের প্রচার ব্যবহার করেও মোদিজি'র এই শোচনীয় হার কেন? এর পেছনে রয়েছে বহু কারণ। তাও তুলে ধরার চেষ্টা করছি কিছুটা আপনাদের সামনে। বাঙালিরা সহনশীল জাতি। পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলা হল বাঙালিদের ভাষা সংস্কৃতিও শিক্ষার পীঠস্থান। বাম আমলে বাঙালিরা তাদের অত্যাচারে ভয়ে। আত্মমর্যাদা বোধ হারিয়ে ফেলে ছিলো কিছুটা। কিন্তু দিদির আমলে তা ফিরে পায়। বিজেপি'র সভাপতি দিলীপ ঘোষের কাণ্ডজ্ঞান হীন অনেক বক্তব্যে বাঙালিরা অপমানিত বোধ করতে থাকে। যেমন একবার এক সাক্ষাৎ কারে বলেছিলেন যারা দুই টাকা কেজি দরে চাল খায় তারা গরু-ছাগল ছাড়া কিছুই নয়। দিদিকে আমফানের টাকা নয়ছয়ের জন্য দায়ী করে চোরের পর্যায়ে নিয়ে যায়। রেশন কার্ড নিয়েও দিদিকে নানাভাবে অপমানের চেষ্টা করে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে বহিরাগত তকমা দিয়ে ভোটের কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস তুলে দিয়ে হাওড়া বোলপুর এক্সপ্রেস চালু করে এবং ট্রেনের কামড়া থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি সরিয়ে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রচার শুরু করে যা বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। দিলীপ ঘোষের বক্তব্য গরুর বিষ্টা থেকে সোনা পাওয়া যায় অবাঙালিরা মেনে নিলেও বাঙালিরা এই ধরনের বজরুকি কথাবার্তা একজন সর্বভারতীয় নেতার কাছ থেকে আশা করেনি। তাছাড়া তারা ক্ষমতায় এলে না এলেও এন আর সি চালু করে দুই কোটি ঘুস পেটিয়াকে এই দেশ ছাড়া করবে হুমকি দেয়। তাছাড়া মোদিজি'র ডান হাত কাঁথির জনসভায় বলেন বাঙালিরা যতই নোবেল পুরস্কার পাকনত বাঙালিকে দেশছাড়া করবই। আবার গোর্খালান্ডে গিয়ে তাদের জন্য এন আর সি লাগু হবে না ঘোষণা দেন। আবার কাসতাপুরীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাভাগ ও গোর্খাল্যাণ্ডে আলাদা রাজ্য গঠনের পক্ষে মত দিলে দিলীপ ঘোষের নীরবতা বাংলার মানুষকে এখ নারব বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়।

তাছাড়া দেশকে করোনা মুক্ত যেহেতু ঘোষণা করা হয়নি তৎসময়ে ছাত্র/ ছাত্রীদের পরীক্ষা না নিয়ে বাংলা দখলের জন্য আট দফায় ভোট সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি। ধর্মের নামে রাজনীতি বাংলার বাঙালিরা তা মেনে নিয়নি। মোদিজি ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরও প্রথম বারের ন্যায় দেশের মানুষের স্বার্থে কাজ করতে দেখা যায় নি। মোদিজি নির্বাচনের জয়লাভ করার জন্য আচ্ছা দিনের প্রতিশ্রুতি। বেকারদের কর্মসংস্থানে ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি পালন না করে করোনার অজুহাতে সরকারী সংস্থাগুলি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে থাকে। এমনকি কৃষি সেক্টরকেও কর্পোরেদের হাতে তুলে দেয়। দেশবাসীর স্বার্থে কাজ না করে এক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে রাখে যা বাংলার মানুষেরা মেনে নেয়নি এবং এরই প্রতিফলন ঘটেছে নীরবে ভোটের বাক্সে। এদেশে বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, জৈন, পাসী, শিখ, হিন্দু, ইসলাম বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বাস এই ভারত। কাজেই ক্ষমতা দখলের জন্য বার বার হিন্দুদের নির্মম পরিণতির কথা বলা হচ্ছে। বাকীদের ব্যাপারে চুপ তাও বুদ্ধিমান বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। হিন্দুবলীয়ের লোকদের কারণেই সেদিন বাঙালিরা দেশভাগের বলি হয়েছিল কংগ্রেসের পরোক্ষ মদতে তাই এসবের রিুদ্ধে মোদিজি'র আত্ম অহংকারের বিরুদ্ধে বাংলার বাঙালিরা মানুষেরা দিদিকে বিপুলভাবে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসায়। আর বাংলায় দিদির ক্ষমতালাভের মধ্যে দিয়ে আগামীদিনে এক নতুন সমীকরণ ঘটবে রাজনীতিতে।

আর দিদির সাফল্যের পেছনে রয়েছে আরো নানা কারণ। দিদি বরাবরই নির্বাচনী যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পালন করার চেষ্টা করেছে। দিদির স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী, ভাতা, রূপশ্রীভাতা ইত্যাদি ও বাংলার উন্নয়নে নানা কাজ বাংলার মানুষকে দিদির প্রতি

আকৃষ্ট করেছে। দিদির অবাঙালি তোষণ, সংখ্যালঘু তোষণ যাই করুক না কেন দিদি কখনো সচেতনভাবে জনগণের পেছনে ছুরি মারেন নি। দিদি সব সময়েই চেষ্টা করে যাচ্ছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করার। দিদির পুর্বসূরী কমঃ জ্যোতিবসু ঠিক এর বিপরীত চরিত্রের লোক। তারাও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় মানুষের মধ্যে ইংরেজদের থেকে আমদানিকৃত (Divide and rule policy) তে বিশ্বাসী। দিদি সেখানেই ব্যতিক্রম যেমন ইমাম বাতা আবার হিন্দীবলয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। আর কেন্দ্রীয় সরকার ছিল দর্মেণ নামে বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

মোদিজি তারা একটি আঞ্চলিক শক্তিকে পরাত করার জন্য এই প্রথম চারজন নির্বাচিত সাংসদকে বিধানসভার ভোটে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এমন ঘটনা এর আগে আর ঘটেনি। মোদিজি দিদিকে মস্করা করে যত ভাষণ দিয়েছেন তত মানুষের মন থেকে সরে গেছেন। মোদিজি প্রথমবার লোকসভার ভোট নির্বাচিত হওয়ার সময়েও বলে ছিলেন ক্ষমতায় আসলে বছরে দুই কোটি বেকারের চাকরি দেবেন। ত্রিপুরতে বলেছিলেন বছরে ৫০ হাজার বেকারের সরকারি চাকরি দিবেন। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে ততই জনগণের নিকট পরিস্কার হচ্ছে এইসব প্রতিশ্রুতি ছিল জুমলাবাজি। তাই মোদিজি সোনার বাংলা গড়ার ও বছরে ১৫ লাখ বেকারের চাকরি দেবার প্রতিশ্রিতি যে ভাঁওতাবাজিতে পরিণত হবে বাংলার মানুষ বুঝতে পেরে মোদিজি'র প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেননি। তাছাড়া মোদিজি ক্ষমতা দখলের লক্ষ লক্ষ সেন্ট্রালফৌজ বাংলায় নিয়ে আসা বাংলার মানুষেরা বুঝতে পারে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

আবার গেরুয়াশিবির যত বেশি হিন্দু মুসলীমের সমীকরণ করতে চাইছে তত বেশি। জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বাঙালি এবং বহিরাগত স্লোগান। শেষ পর্যন্ত বাংলার ভোটে এবার আটের দশকের আমরা বাঙালিদের বহিরাগত স্লোগান ও বহিরাগতদের দ্বারা বাংলার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠে। গেরুয়া শিবির অবাঙালিদের যত বেশি বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে তৃণমূল হলো বাঙালিদের পার্টি ততই বিভিন্ন সংগঠন বহিরাগত স্লোগান তুলে বাংলার ভূমি পুত্রদের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করতে থাকে। আবার বিহারের বিজেপি প্রধান সুশীল মোদি বিহার নিবার্চনে বলেছিলেন বাংলার বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বিহারের লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হবে বাংলায়। এর ফলে বাংলার মানুষেরা গেরুয়াশিবির যে বাংলাকে অবাঙালিদের হাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তা বুঝতে পারছে। আবার গেরুয়া শিবিরেকে মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা কিন্তু স্পষ্ট করা হয় নাই নির্বাচনের আগে কাজেই বাংলার মানুষেরা ছিল ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। তাছাড়া ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বাংলার ১৮ জন সাংসদ থেকে হতে ২/৩ জনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়েছে কি? তারা নির্বাচিত হয়েছে তিন বছর হয়েছে অথচ বাংলার জনগণের জন্য কিছুই করেনি। অপরদিকে মতুয়াদের নিয়ে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কোনটাই পালন করেনি। তাও মতুয়ারা মেনে নিতে পারেনি। সারা ভারতে যখন করোনার জেরে কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছে তাদেরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নজর নেই। গত ছয় মাসের বেশি ধরে সময় ধরে কৃষকরা কৃষি বিলের বিরোধীতা করে দিল্লির উপকুণ্ঠে আন্দোলন করে যাচ্ছে, অথচ মোদি সরকার তাদের দাবি পূরণ না করে কৃষক আন্দোলনকে শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করার চেষ্টা করছে তাও পশ্চিবঙ্গের নির্বাচনে পড়েছে।

আবার বামেরা কট্টর ইসলামপন্থী সিদ্ধিকীর সাথে জোট করে নিজেদের অন্তর্জলির পথ সমৃণ করে। কোচবিহারে ভোটপর্ব লচাকালীন সময়ে শীতল কুটিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চারটি তরতাজা প্রাণ কেড়ে নেয় এবং দিলীপ ঘোষ আরো হুমকি দেয় তৃণমূল বাড়াবাড়ি করলে আরো এমন বহু শীতলকুটি হবে যা বাংলার মানুষেরা মেনে নিতে পারেনি তার ফল হয় হিতে বিপরীত।

দেশের অর্থনীতি যখন দেউলিয়ার পথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনেসের দাম যখন আকাশছোঁয়া তখন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা জয়েরজন্য জনগণের কম্পাজিত অর্থজলের মতো খরচ করে। এর আগে এমনভাবে টাকা খরচ করতে কেউ দেখেনি। প্রায়ই দিল্লি থেকে বাংলায় ছুটে আসার নামে কোটি কোটি টাকা খরচ বাংলার মানুষের ভালো চোখে দেখেনি। তাছাড়া নির্বাচন কমিশন ডি এম ও এস পি সহ প্রশাসনের বড় বড় আমলাদের রদবদল ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের মতো ব্যবস্থা করে। দিদির সিকিউরিটি নিয়েও টানাটানি করে। তাও বাঙালির জাতির আত্মমর্যাদায় আঘাত আনে। কেন্দ্রীয়বাহিনী যেমনভাবে তাদের আচরণ করেছে মনে হয়েছে অনেকের এরা যেন দলের ক্যাডার। তাছাড়া কয়েকটি শপিংমলে বাংলা ভাষায় কথা বলায় বাংলাদেশী বলে অপমান করে। হিন্দীভাষীদের আচারব্যবহারে মনে হয়েছে বাঙালিরা এই ভারতের সন্তান না তারা যেন জোর করে তাদের রাজ্যে এসেছে। মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ফল হল মমতার নীরব জয়।

পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী যখন বাংলা দখলের জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বাঙালিরা হিন্দীভাষীদের হাত থেকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে ও মীরজাফর বাঙালিদের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচানোর জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দিদিকে ভোট দেয়। এখন দিদির উচিত হবে অতিমাত্রায় অবাঙালিদের তোষণ বন্ধ করে নিজ রাজ্যের ভূমিপুত্রদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ সংরক্ষেণের ব্যবস্থা করা তাছাড়া অফিস কাছারিতে বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের জন্য জোর দেওয়া। প্রতিটা বাঙালি হিন্দী ভাষার প্রেম কমিয়ে নিজ ভাষার প্রতি ভালবাসা দেখানো উচিত। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলার মনীষীদের স্বাপ্নকে পূরণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। প্রতিটি অলিগলিতে বাংলার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকে জোর দেওয়া। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে রাজ্যের ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা হোক। ঠিক তেমনি ত্রিপুরার বাঙালীরাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতির মীরজাফরদের হাত থেকে জাতিকে বাঁচান। বাঙালি জাতির চর্তুদিকে আজ শত্রুরা আঘাত হানতে সক্রিয়। এমতাবস্থায় একজন বাঙালি হিসেবে আগে জাতি পরে পার্টি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামা পাল্টানোর রাজনীতি থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচান। তবেই রক্ষা পাবে আপনার ভাষা সংস্কৃতি শিক্ষা। নিজও মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবেন।

ক্রিকেটের কারখানা

বোরিয়া মজুমদার

আইপিএল অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত। একাংশ আইপিএল-এরএই পরিণতি দেখে বেশ খুশি, সন্তুষ্ট। তাঁদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে আইপিএল 'দুষ্টিকটু'। এই ধরনের লোকজন আইপিএলকে চিরকাল একটা জাকজমপূর্ণ ব্যপারে হিসাবে ধনী এবং বিত্তশালীদের স্বর্গসুখ হিসাবেই বিবেচনা করে থাকেন। কখনওই তলিয়ে ভাবেন না। তাঁদের কর্তকুতটা হল , কয়েকজন বিত্তশালী ক্রিকেটারযদি আইপিএলনা খেলতে পারে—তাতে সমস্যাটা কোথায়? এরনেপথ্য যুক্তির সময় কেউ আদৌ বিনোদনে জমে থাকতে পারেন না। বস্তুত একটা বড় অংশের মানুষের কাছে আইপিএল কিছু কখনওই 'বিনোদন' ছিল না। ক্রীড়া বাস্তুতন্ত্রের একাংশের কাছে আইপিএল কিন্তু কখনওই 'বিনোদন' ছিল না ক্রীড়া -বাস্তুতন্ত্রের একাংশের কাছে আইপিএল রুটিরুজি। স্পোর্টস মিডিয়া হোক, বিভিন্ন টিমকে পরিষেবা দিচ্ছিল যে হসপিটালটি সেক্টর---তারা হোক (তারা আইপিএল স্থগিত হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থধ), কলাকৌশলী বা সম্প্রচারকরা, গ্রাউন্ডসম্যান বা অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা —এঁরা কেউ কোনও দিন আইপিএলকে 'বিনোদন' হিসাবে দেখেননি। তাঁদের কাছে এটা ছিল 'রয় একটা কারখানাই, যা তাঁদের জীবনধারণে সাহায্য করে। সত্যি বলতে কী এঁদের অনেকেই এখন নুন আনতে পান্তা ফুরবে। কারণ যে সমস্ত কোম্পানি বিপুল লোকসানের সম্মুখীন হল, তাদের এই ক্রীড়া বাস্তুতন্ত্রের বেশিরভাগদ নেপথ্যকর্মীকে হয় চাকরি থেকে ছাঁটাই করতে হবে, নয়তো তাঁদের বেতন কমাতে হবে। ইতিমধ্যে এই অতিমারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের দাক্কায় প্রায় ৭০ লক্ষ ভারতীয় কাজ হারিয়েছেন। আইপিএল যে ধরনের রুজি রোজগারে পরিসর তৈরি করে, তাতে ধরেই নেওয়া যায় যে টুর্নামেন্ট স্থগিত হওয়ার ফলে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ এই কাজ হারানোর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হলেন। এমনকী ভাবারকথা এটাও যে, যে দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমিকরা ইতিমেধ্যই কাজ করেছেন, তাঁদের প্রাপ্য বকেয়া মেটানো হবে কী করে? কিছু ম্যাচ কলকায় হওয়ার কথা ছিল । স্টেডিয়াম বা প্র্যাকটিস ফেসিলিটিগুলিতে যে চুক্তিবদ্ধ কাজের কথাছিল তা অনেকাংশেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ এই জাকেত নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা এখন এক অনিশ্চত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

আইপিএল এ অবস্থায় অশোভন, এবং তা বদ্ধ হওয়া উচিত—এই গ্রতর্ক যা এড়িয়ে যায়, তা হল এই প্রতিটি পরিবার এখন ভারতের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণির অংশ হয়ে উঠবে।

সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বিসিসিআই কেন ভারতে আইপিএল অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এ বছর কি তেমন কোনও প্রয়াস নেওয়া হয়নি? এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেপথ্যে কি এমন কিছু অনুঘটক রয়েছে---যা অদৃশ্য? প্রকৃতপক্ষে কেউই একথা প্রকাশ্যে বলতে ইচ্ছুক নয় কিন্তু একটা এমন ফিসফাস চলছেই যে ভারতে আইপএল করার সিদ্ধঅন্ত নেওয়ার নেপথ্যে সরকারি ইন্ধন কাজ করেছে। আদতে ফেব্রুয়ারি মাসে মনে হায়েছিল ভারত বুঝি কোভিডকে অতিক্রম করে ফেলেছে। তার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত । বিসিসিআই-এর কার্যকলাপে নীবর সরকারি হস্তক্ষেপ চিরকালই সর্বজনবিধিত। এক্ষ্যেত্রও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আরও একটা মস্ত বড় গলদ হল এই অতিমারীর মাঝে দেশের বিভিন্ন শহরে আইপিএল এর আয়োজন করা। সংযুক্ত আবার আমিরশাহিতে আইপিএল সফলভাবে আয়োজিত হয়েছিল তা কারণ, খেলোয়াড়দের স্থান পরিবর্থ করতে হয়নি। দু'ঘণ্টার যাতাযাতের দূরত্বে তিনটি মাঠে খেলা চলেছিল। ফলে জৈব নিরপত্তাবলয় বা বায়া বাব্‌ল' এর সুরক্ষা বজায় রাখা খুব কঠিন হয়নি। ভারতের ক্ষেত্রে, মুম্বাইতে প্রায় একই ধরনের বন্দোবস্ত করা যেত। ওয়াংখেড়ে, সিসিআই এবং ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়াম খোলা আয়োজনের যোগ্য ছিল। বহু ভাল হোটেলছিল, যেখানে টিমের তাকার ব্যবস্থা করা যেত এবং একটা শহরেই সব আয়োজন হলে আগেথেএক হোটেল কর্মচারীদের কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থাতেও কোন ও অসুবিধা হত না। বিমানে যাতায়াত করতে হত না কাউকে। এভাবে আপিএল সম্পন্ন করা যেত বলেই বিশ্বাস। কিন্তু ফিসফাস শোনা যাচ্ছে, সিদ্ধান্ত বিসিসিআই-এর নয়, বাইরে থেকে আসা চাপই বাধ্য করেছে বিভিন্ন শহরজুড়ে আইপিএল-এর আয়োজন করতে। কেউ হয়তো একথা প্রকাশ্যে বলবেন না। তবে, এই হঠকারিতার চরম মূল্য ভারতকে দিতে হবে।

আমি বিসিসিআই -এর হয়ে সাফাই গাইছি না। আমি সবসময়ই সরব হয়েছি বিসিসিআই-এর কী করা উচিত, আরও কত ভালভাবে তারা সে কাজ করতে পারে— ইত্যাদি বিষয়ে। কিন্তু একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে হবে, ভাবতে যে স্তরের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়, তা ক্রীড়া বা ক্রীড়া-সংক্রান্ত যে কোনও ক্ষেত্রের পক্ষেই রীতিমতো দুশ্চিন্তার বিষয়। সরকারি অনুমোদন ছাড়া কোথাও একটা পাতাও নড়ে না। যেসব ইভেন্ট বা উদ্যোগে বৃহৎ পুঁজি জড়িত, সেসবের ক্ষেত্রে তো প্রশাসকদের রীতিমতো রাজনীতিকদের দয়াপরবশ হয়ে থাকতে হয়। আইপিএল-এলস স্থগিত হওয়া ক্রিকেটীয় ব্যস্ততন্ত্রে এক বিচ্যুতি সুচিত করল। ঘরোয়া ক্রিকেট, যা বিভিন্ন বয়ঃসীমার খেলোয়াড় ও অন্যানদের ভাতকাপড়ের প্রশ্নে জরুরি— তা চূড়ান্ত বিপন্ন হল। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিধানসভায় শপথ নিতে পারবেন কারাবন্দি বিধায়ক অখিল গগৈ, অনুমতি এনআইএ আদালতের

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : পঞ্চদশ বিধানসভায় ১২৬ জন বিধায়কের সঙ্গে শপথগ্রহণ করবেন শিবসাগরের নির্বাচিত বিধায়ক কারাবন্দি অখিল গগৈ। বহু জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আজ মঙ্গলবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ আদালত অখিল গগৈ শপথগ্রহণ করতে পারবেন বলে অনুমতি দিয়েছে।

ইতিপূর্বে নবগঠিত রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ের কেঁসুলি শান্তনু বরঠাকুর তাঁর মক্কেলকে (অখিল) বিধানসভায় শপথগ্রহণের অনুমতি চেয়ে এনআইএ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। ওই আবেদনের শুনানি গ্রহণ করে আজ এনআইএ আদালত কারাবন্দি নবনির্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈকে শপথগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে। প্রসঙ্গত শারীরিক অসুস্থার জন্য অখিল গগৈ বেশ কিছুদিন থেকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর অনুগামীরা সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে অখিল গগৈকে শিবসাগর আসনে দাঁড় করান। দলীয় কর্মীরা প্রচার চালান এবং বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন অখিল গগৈ। রাইজর দলের সভাপতি তথা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈ কারাবন্দি অবস্থায় শিবসাগর বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁর নিকটতম বিজেপি প্রার্থী সুরভি রাজকুঁওরিকে ১১,৭৮২টি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রসঙ্গত অসমের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও কারাবন্দি ব্যক্তি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন এবং আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ নেবেন।জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শান্তনু বরঠাকুর জানান, এনআইএ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কারাবন্দি বিধায়ক অখিল গগৈকে শপথ গ্রহণের দিন এসকোর্ট দিয়ে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হবে। শপথ গ্রহণের পর তাঁকে আবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা) বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর গ্রেফতার হয়েছিলেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈ। তাঁর বিরুদ্ধে 'মাওবাদী' তথা 'দেশদ্রোহী'র অভিযোগ এনে দুটি মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে ওই মামলাগুলির তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় এনআইএকে। অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে উজান অসমের চাবুয়া থানায় ছয়টি, ডিব্রুগড়ে একটি, গৌরীসাগর থানায় একটি, শিবসাগর থানায় একটি, টিয়ক থানায় একটি, যোরহাট থানায় একটি, গুয়াহাটির চানমারি থানায় একটি এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চে একটি মামলা রুজু হয়েছিল। তবে চানমারি থানা ছাড়া অন্য মামলায় ইতিমধ্যে জামিন পেলেও মূল অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৮ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি এনভি রামান্না, সূর্যকান্ত এবং অনিরুদ্ধ বসুকে নিয়ে তিনজনের ডিভিশন বেঞ্চ কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।

কংগ্রেস কবে লজ্জিত হবে নিজেদের পরাজয়ের জন্য

আর কে সিনহা

কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর দিল্লিতে অবস্থিত বাসভবনের সামনে বিরাজমান নিস্তব্ধতার জন্য শুধুমাত্র করোনা মহামারীই দায়ী নয়। এই নিস্তব্ধতার জন্য দায়ী পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের লজ্জাজনক পরাজয়ও। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, কেরলে বামেরা এবং অসম ও পুদুচেরিতে বিজেপি ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। অর্থাৎ কংগ্রেস ধুয়ে মুছে সাফ! উল্লেখের বিষয় হল, কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যেখানে জনসভা করেছেন সেখানেই কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ। সমস্ত আসনে কংগ্রেসের জামানত জব্দ হয়েছে। কংগ্রেস খাতাই খুলতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের ২৯২টি আসনের (২৯২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে) মধ্যে একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি কংগ্রেস। এটা কংগ্রেসের কাছে অপ্রত্যাশিত ফল। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৩.০২ শতাংশ ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। অথচ এর আগের ভোটে ১২.২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের গ্রাফ ক্রমশই নিম্নমুখী। রাহুল গান্ধী ১৪ এপ্রিল মাটিগড়া-নকশালবাড়ি তথা গোয়ালপোখরে জনসভা করেছিলেন। সর্বত্র কংগ্রেস প্রার্থীরা খারাপভাবে হেরেছেন। শুধু পরাজয়ই নয়, জামানত জব্দও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের খারাপ ফলাফলের জন্য কংগ্রেসের কার্য সমিতির বৈঠক ডেকেছেন সোনিয়া গান্ধী। আসলে দেশবাসী লাগাতার কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বামেদের সঙ্গে জোট করেছিল কংগ্রেস, এই জোটকে মহাজোট আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। জনগণও দেখেছেন যে দু''টি দল সর্বদা একে-অপরের শত্রু ছিল, সেই দু''টি দল কীভাবে ভোটের জন্য এক হয়ে গেল! আরও একটি কারণ হল এই মহাজোটে সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাও ছিল, যাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন হিন্দু ভোটাররা। চিন্তার বিষয় হল, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলাতেও খারাপভাবে হেরেছে কংগ্রেস। এই অঞ্চলগুলিকে তো পরম্পরাগতভাবে কংগ্রেসের গড় মনে করা হত। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও বামেরা বিশাল জনসভা তো করেছিল, কিন্তু একটিও আসনে জয়লাভ করতে পারেনি। যদি পূর্ববর্তী বিধানসভা নির্বাচনের কথা বলা হয়, তাহলে কংগ্রেস এবং বামেরা মোট ৭৬টি আসনে জয়লাভ করেছিল। তাহলে এবার এমনটা কেন হল? কংগ্রেসের এই ভরাডুবির জন্য সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি কংগ্রেসের আরও কয়েকজন নেতাকেও দায়ভার নিতে হবে। কপিল সিবল, পি চিদম্বরম, মণীশ তিওয়ারি, অভিষেক মনু সিংভি-সহ অনেক নেতাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ জনগণের সঙ্গে তাঁদের দূর দূর পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁরা বিশাল সরকারি বাসভবনে থেকে রাজনীতি করেন। তাঁরা আবার খ্যাতনামা আইনজীবীও। ওকালতি থেকে সময় মিললেই তাঁরা রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন। আরও একটি বিষয় হল, শুরু থেকে নির্বাচনী প্রচারের কোথাও ছিল না কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে মূল লড়াই হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। কংগ্রেস কখনই লড়াইয়ে আসার চেষ্টাও করেনি। অনেকেই হয়তো বুঝতেই পারেননি, এজন্য তাঁদের খাতাই খুলবে না। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিগত দুই দশক ধরে দুর্বল হয়ে পড়ছে, কারণ কংগ্রেস কোথাও জয়লাভ করতে পারছে না। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের বিষয়ে একটু কথা বলা যাক। তখন কেরল ও পঞ্জাব ছাড়া কোথাও কংগ্রেসের প্রদর্শন মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। যদিও পঞ্জাবে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের আলাদা ভাবমূর্তি রয়েছে। ওই ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধেই কোনও এক সময়ে নবজ্যোত সিং সিধুকে দাঁড় করিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের অত্যন্ত প্রিয় হলেন সিধু। ক্যাপ্টেনের আপত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেসে এন্টি মিলেছিল সিধুর। সিধুকে সমগ্র দেশে প্রচারের জন্য রাহুল পাঠিয়েছিলেন। সিধু যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই কংগ্রেস পরাস্ত হয়েছিল। গণতন্ত্রে তর্ক-বিতর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সংসদেও আলোচনা হয়। এভাবেই মজবুত হয় গণতন্ত্র। কিন্তু, নিজের রাজনৈতিক বিরোধীর বিরুদ্ধে সর্বদা আক্রমণ করা হচ্ছে।কংগ্রেসের আরও একটি সমস্যা হল, তাঁদের দোকানের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন জনতারূপী গ্রাহকরা। যুব নেতাদের অভাব রয়েছে কংগ্রেসে। এটাই বড় সমস্যা। দেশের যুব সমাজ কংগ্রেসের ধ্যানধারনার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন না। নিজেদের সমস্ত খামতি শুধরে নিতে হবে কংগ্রেসকে এবং দেশের স্বার্থে, যুব সম্যায়ের স্বার্থে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

স্বাস্থ্যকর্মীরাও চড়তে পারবেন স্টাফ স্পেশ্যাল ট্রেনে, জানাল রেল

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : রেলকর্মীদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরাও চড়তে পারবেন স্টাফ স্পেশ্যালে। তবে, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে উপযুক্ত পরিচয়পত্র থাকলে তবেই তাঁরা উঠতে পারবেন ট্রেনে। অন্য কেউ যাতে রেল পরিষেবা ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য কঠোর পদক্ষেপ করছে রেল। তবে, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যকর্মীদের ট্রেনে নেওয়া হবে কিনা, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি। এবিষয়ে হাওড়ার ডিআরএম সুমিত নারুলা বলেন, স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়া আর কেউ স্টাফ স্পেশ্যালে উঠতে পারবেন না। স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর নজর রাখতে ট্রেনগুলিতে কামরা আলাদা করে নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্যই তা বরাদ্দ থাকছে।

হাওড়ামুখী ট্রেনগুলির একেবারে সামনের দু'টি কামরা সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীরা ব্যবহার করতে পারবেন। এজন্য তাঁদের কাছে সঠিক পরিচয়পত্র থাকতে হবে। টিকিট পরীক্ষক তাঁদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখবেন। রেলকর্মীরা যাতে সংক্রমিত না হন, তা সুনিশ্চিত করতেই দূরত্ব বিধি মেনে ট্রেন যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, রেলকর্মীদের মধ্যে অতিমাত্রায় সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে।

এদিকে দীর্ঘ দাবির পর সোমবার থেকে রামপুরহাটে রেলের হেলথ সেন্টারে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হল। এরপর বর্ধমান হেলথ সেন্টার পেলে দূর থেকে কর্মীদের কলকাতায় ভ্যাকসিন নিতে আসতে হবে না। এই দাবি বেশ কিছুদিন ধরে করে আসছিল রেলের চিকিৎসক মহল। এদিকে রেলের অসংখ্য টিকিট পরীক্ষক আক্রান্ত হওয়ায় শহরতলির টিকিট পরীক্ষকদের এবার মেল এক্সপ্রেসে টিকিট পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা আক্রান্ত সলমন খানের দুই বোন

মুম্বাই, ১১ মে (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হলেন সলমন খানের দুই বোন অলভিরা ও অর্পিতা খান। তাঁদের পজিটিভের কথা নিজেই জানালেন অভিনেতা।

সলমন জানিয়েছেন, ''অর্পিতা এবং অলভিরার দু'জনেরই কোভিড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ। তবে ওদের কারও কোনও উপসর্গ নেই।'' তিনি আরও জানিয়েছেন, এতদিন দূরের মানুষজনদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা তিনি শুনতেন তবে এবার করোনা এক্কেবারে ঘরে চলে এসেছে। গত বছরই তাঁর দুই ড্রাইভার কোডিভ আক্রান্ত হয়েছিল। অভিনেতা বলেন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ অনেক বেশি মারাত্মক।

এবার করোনা আক্রান্তদের খাদ্যের দায়িত্ব নিলেন তারকা সাংসদ দেবের

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.) : ২০২০ বছরটা শেষ হয়ে গেলেও করোনা এখনও যায়নি দেশ ছেড়ে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা। বর্তমানের পরিস্থিতিতে অনেকেরই রুটিরুজিতে পরেছে টান। এরই মাঝে এবার করোনা আক্রান্তদের খাদ্যের দায়িত্ব নিলেন তারকা সাংসদ দেব। মঙ্গলবার টুইট করে এমনটাই জানান তিনি।

গত বছর করোনা আতঙ্কে এই সময় লকডাউন ছিল দেশজুড়ে। সেই সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেলবরা। এরই মাঝে ফের ফিরে এসেছে আগের বছরের স্মৃতি। এই পরিস্থিতিতে ফের সাধারণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন তারকা সাংসদ দেব।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেব জানান, আমাদের টিম করোনা আক্রান্ত রুগীদের খাওয়ার পৌঁছে দিচ্ছে বিনামূল্যে।আমরা আজ ৫০ জনকে খাওয়ার দিতে সক্ষম হয়েছি''।

করোনা আবহে বিধি-নিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শরৎ বোস রোডে খোলা হুক্কাবার

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.): প্রতিনিয়ত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতে করোনা বাড়বাড়ন্ত রুখতে একাধিক নয়া পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লোকাল ট্রেন চলাচল। পাশাপাশি দোকান, বাজার খোলার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তারই মাঝে বিধিনিষেধ উড়িয়ে শরৎ বোস রোডে খোলা হুক্কাবার। ঘটনায় গ্রেফতার ৩ জন। অদৃশ্য ভাইরাস করোনা আতঙ্কে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় শহরবাসীর। গত কয়েকদিনে আক্রান্তের সংখ্যা আকাশ ছুঁয়েছে। গোটা একটা বছর পেরিয়ে গেলেও যাওয়ার নাম করছেনা করোনা। এই পরিস্থিতে বাজার দোকান খোলার ক্ষেত্রে নতুন নয়া সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তারই মাঝে নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে শরৎ বোস রোডে চলছিল হুক্কা বার। হোটেলের বেসমেন্টে রমরমিয়ে চলছিল হুক্কা বার।চলছে হুল্লোড়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার পুলিশ। এরপরেই ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয় হুকা বারের ম্যানেজার-সহ ৩ জনকে।

পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি, টানা ৮ রাজ্যে মৃত শতাধিক

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.): গত কয়েকদিনের মত মঙ্গলবারও পশ্চিমবঙ্গে চিন্তার ভাঁজ ফেলল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজার পেরোলো। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ২০,১৩৬ জন । সেই সঙ্গে এই নিয়ে টানা আটদিন রাজ্যে মারণ ভাইরাসে মৃত শতাধিক। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবরসংক্রমিতের মধ্যে শহর কলকাতায় একদিনে আক্রান্ত ৩, ৯৭৩ জন। সংক্রমণের নিরিখে এদিন ফের তিলোত্তমাকে ছাপিয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগনা। একদিনে সেখানে ৩,৯৯৮ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একদিনে সংক্রমিতের সংখ্যা ১,১১৫। হাওড়া ও হুগলিতে একদিনে আক্রান্ত যথাক্রমে ১,১৯১ ও ১, ১৩৭ জন।

উল্লেখযোগ্যভাবে দৈনিক সংক্রমণ বাড়ল নদিয়ায়। একদিনে এই জেলায় আক্রান্ত ১,০৪০ জন। রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল দার্জিলিংয়েও কমছে না সংক্রমণ। ২৪ ঘণ্টায় ৭১৫ জন করোনা পজিটিভ সেখানে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০, ১৩৬ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১০,৩২, ৭৪০।

করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৩২ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২,৫৯৩।

তবে করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে আশার আলো দেখাচ্ছেন কোভিড জয়ীরাই। গত ২৪ ঘণ্টাতেই যেমন সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৮,৯৯৪ জন। এ নিয়ে মোট ৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৭৪ জন করোনাজয়ী। বর্তমানে সুস্থতার হার ৮৬.৪২ শতাংশ। দেশজুড়ে টিকাকরণের পাশাপাশি চলছে টেস্টিংও। ব্যতিক্রম নয় বাংলাও। রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের বুলেটিন বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৬৮ হাজার ১৪২ জনের। -হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

বিধায়ক পদে সশরীরে বিধানসভায় শপথ নেবেন কারাবন্দি অখিল গগৈ, অনুমতি এনআইএ আদালতের

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : পঞ্চদশ বিধানসভায় ১২৬ জন বিধায়কের সঙ্গে সশরীরে শপথগ্রহণ করবেন শিবসাগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক কারাবন্দি অখিল গগৈ। বহু জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আজ মঙ্গলবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ আদালত অখিল গগৈ শপথগ্রহণ করতে পারবেন বলে অনুমতি দিয়েছে।

ইতিপূর্বে নবগঠিত রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ের কেঁসুলি শান্তনু বরঠাকুর তাঁর মক্কেলকে (অখিল) বিধানসভায় শপথগ্রহণের অনুমতি চেয়ে এনআইএ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। ওই আবেদনের শুনানি গ্রহণ করে আজ এনআইএ আদালত কারাবন্দি নবনির্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈকে শপথগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে। প্রসঙ্গত শারীরিক অসুস্থার জন্য অখিল গগৈ বেশ কিছুদিন থেকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর অনুগামীরা সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে অখিল গগৈকে শিবসাগর আসনে দাঁড় করান। দলীয় কর্মীরা প্রচার চালান এবং বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন অখিল গগৈ। রাইজর দলের সভাপতি তথা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈ কারাবন্দি অবস্থায় শিবসাগর বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁর নিকটতম বিজেপি প্রার্থী সুরভি রাজকুঁওরিকে ১১,৭৮২টি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রসঙ্গত অসমের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও কারাবন্দি ব্যক্তি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন এবং আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ নেবেন।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শান্তনু বরঠাকুর জানান, এনআইএ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কারাবন্দি বিধায়ক অখিল গগৈকে শপথ গ্রহণের দিন এসকোর্ট দিয়ে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হবে। শপথ গ্রহণের পর তাঁকে আবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা) বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর গ্রেফতার হয়েছিলেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈ। তাঁর বিরুদ্ধে 'মাওবাদী' তথা 'দেশদ্রোহী'র অভিযোগ এনে দুটি মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে ওই মামলাগুলির তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় এনআইএকে। অখিল গগৈয়ের বিরুদ্ধে উজান অসমের চাবুয়া থানায় ছয়টি, ডিব্রুগড়ে একটি, গৌরীসাগর থানায় একটি, শিবসাগর থানায় একটি, টিয়ক থানায় একটি, যোরহাট থানায় একটি, গুয়াহাটির চানমারি থানায় একটি এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চে একটি মামলা রুজু হয়েছিল। তবে চানমারি থানা ছাড়া অন্য মামলায় ইতিমধ্যে জামিন পেলেও মূল অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৮ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি এনভি রামান্না, সূর্যকান্ত এবং অনিরুদ্ধ বসুকে নিয়ে তিনজনের ডিভিশন বেঞ্চ কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।

রাজভবনের সামনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ব্যক্তি

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ ভবনের সামনে বৃষ্টির জমা জল থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তবে রাত পর্যন্ত তাঁর কোনও পরিচয় জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সারাদিনের ঝড়বৃষ্টির ফলে রাজভবনের উত্তর দিকের গেটের সামনে জল জমে যায়। হাইকোর্টের দিক থেকে ধর্মতলার দিকে আসছিলেন এক ব্যক্তি। আচমকাই তিনি জলে পড়ে যান। যেখানে তিনি পড়ে যান, তার সামনেই একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মঙ্গলবার কলকাতায় প্রায় ২ ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হয়। এর ফলে শহরের অনেক জায়গায় জলমগ্ন হয়ে যায়। রাজভবনের উত্তর দিকের গেটের সামনের ফুটপাত জলে ডুবে যায়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, সেই ফুটপাতের গায়েই একটি ল্যাম্পপোস্ট ছিল। অনুমান করা হচ্ছে বাতিস্তম্ভের গোড়ায় বৈদ্যুতিক তার খোলা অবস্থায় ছিল। কোনও কারণে ওই তারের সংস্পর্শে আসেন বাইক আরোহী। এর ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পথ চলতি এক ব্যক্তি জানান, নীল রঙের পোশাক পরা ওই ব্যক্তিকে ফুটপাতের উপর জমা জলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে জানা যায় তিনি মৃত। এরপরই পুলিশ ও দমকলে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃত দেহটিকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশও মনে করছে, বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়েই ওই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনার মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থা নিতে মোদীকে চিঠি এসইউসিআই (সি)-র

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : করোনার মোকাবিলায় এবং পরিস্থিতির ভয়াবহতার জন্য দ্রুত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি ও চিকিৎসার সুযোগবৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি পাঠাচ্ছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। মঙ্গলবার দুপুরে এটি লেখেন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ।

দলের কেন্দ্রীয় অফিসে অনলাইনে স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্বোধন করেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য সৌমেন বসু। আরও যাঁরা স্বাক্ষর করেন রাজ্য সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, , কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিতাভ চ্যাটার্জি, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও প্রাক্তন বিধায়ক তরুণকান্তি নস্কর। এ চিঠিকেই গণস্বাক্ষর সংগ্রহের দাবিপত্র হিসাবে ভারতের সব প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করে পাঠানো হয়েছে।

চিঠির বিষয় করোনা অতিমারির মারাত্মক প্রথম অভিঘাত কাটিয়ে উঠার আগেই দ্বিতীয় অভিঘাত এসে পড়ল।

প্রথম আক্রমণেই করোনা হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে বেকারে পরিণত করেছে। আপনার সরকার এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তখন আপনি নিজে ''নমস্তে ট্রাম্প'' উৎসবে মত্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ পৌঁছানোর সতর্কতা ইউরোপের দেশগুলি থেকে পাওয়া যাচ্ছিল এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আপনি বেশ খানিকটা সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি কিছুই করলেন না। কারণ সেই সময়ে আপনি ব্যস্ত ছিলেন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রাম মন্দির নির্মাণে, সেন্ট্রাল ভিস্টার রূপায়ণে এবং পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের নেশায় মশগুল হয়ে। দেশ এখন দেখছে মৃত্যুর মিছিল। কেউ জানে না কোথায় গিয়ে এই মিছিল শেষ হবে।

দেশের সর্বত্রই এখন হাসপাতাল, বেড, আইসিইউ, অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর, ওষুধ, চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মীর অভাব। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে এবং আরও বহু লক্ষ মানুষ মারা যাবে। বহু মানুষ এমনকি হাসপাতালের গেটে, রাস্তায় পড়ে মারা যাচ্ছে। শ্মশান এবং কবরস্থানগুলিতে মৃতদেহের স্তূপ, বাইরে মৃতদেহের দীর্ঘ সারি। বহু মানুষের অন্তেষ্টি অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেখানে সেখানে। এমনকি পথ-কুকুরে পড়ে থাকা মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে। যে দেশ ''বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের' বড়াই করে এই হচ্ছে সেই দেশের নজিরবিহীন ভয়ঙ্কর চেহারা। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কি অনিবার্য ছিল? একে কি কোনও ভাবেই এড়ানো যেত না? এই অপরাধজনক অবহেলা এবং অমানবিকতার জন্য দায়ি কে? এখন যখন করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ গোটা দেশকে গ্রাস করেছে এবং ক্রমাগত আরও ছড়িয়ে পড়ছে, তখনই তৃতীয় ঢেউ ওঠার মারাত্মক আশঙ্কা কড়া নাড়ছে।

আরও মারাত্মক ক্ষতি রুখবার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, এমনকি সেনাবাহিনী নামিয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি :

১) নগর ও শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে হাসপাতাল তৈরি করতে হবে।

২) যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসাকর্মী, প্রয়োজনীয় পরিমাণে অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর, বিনামূল্যে ওষুধের ব্যবস্থা করে প্রতিটি হাসপাতালকে সুসজ্জিত রাখতে হবে।

৩) সেনা হাসপাতালগুলিকে সাধারণের জন্য খুলে দিতে হবে।

৪) সকলের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) ওষুধ, অক্সিজেন প্রভৃতি নিয়ে কালোবাজারি যে কোনও মূল্যে বন্ধ করতে হবে।

আমরা জানি উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের প্রস্তাব:

ক) অক্সফাম রেকর্ড অনুযায়ী অগণিত দেশবাসীর মধ্যে ১০০ জন ভারতীয় বহুশত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। যাদের মধ্যে ৬৩ জনই ২৯ লক্ষ কোটি টাকার মালিক। এই জাতীয় বিপর্যয়ের মোকাবিলায় জন্য তাঁদের প্রত্যেককে ৫০ শতাংশ অর্থ দান করার জন্য বলা হোক।

খ) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, কেন্দ্র এবং সব রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়কদের এক বছরের বেতন, যা তাঁরা জনগণের দেওয়া অর্থ থেকেই পেয়ে থাকেন, তা তাঁরা এই খাতে ব্যয় করুন।

গ) পিএম কেয়ার্স ফান্ড প্রকাশ্যে আনা হোক এবং অতিমারি মোকাবিলায় এর পুরো টাকা ব্যয় করা হোক।

ঘ) শিক্ষাখাত ছাড়া অন্য সব খাতের বাজেট কমিয়ে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বাড়ানো হোক।

এই প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত বিশেষ অর্থভাণ্ডার উপরোক্ত প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছাড়াও কর্মচ্যুত শ্রমিক, বেকার এবং দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সাহায্যদানে ব্যয় করতে হবে। এটাই এই সময়ের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন।

আশা করি আপনি আমাদের এই আবেদনে সাড়া দেবেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

চলে গেলেন বিশিষ্ট শিল্পী ঈশা মহম্মদ

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিল্পী ঈশা মহম্মদ। বয়স হয়েছিল ৮৮। কলকাতার গভঃ আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিল্প-শিক্ষক ছিলেন তিনি।

জন্ম ১৯৩৩-এ, পশ্চিমবঙ্গ হুগলিতে। কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ঈশাবাবুর শিক্ষা ছিল চারুকলায় ডিপ্লোমা (ডি ও পি, এলএনএম)। ১৯৫৮তে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ, ১৯৬৮-তে জার্মানির ডুসেলডর্ফ থেকে গ্রাফিক আর্টের প্রশিক্ষণ নেন। জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সে ব্যাপক ভ্রমণ করেন।

১৯৬৭ সাল থেকে ভারতে এবং বিদেশে অনেক প্রদর্শনী করেছেন। ১৯৫৬-তে গ্রাফিক আর্টে পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৯৭৩-এ পেইন্টিংয়ে পুরস্কার পেয়েছেন বিড়লা একাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার থেকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প পরামর্শদাতা কমিটি এবং চারুকলা পরিষদের পুরো সময়ের শিল্পী সদস্য ছিলেন।

আর এক বিশিষ্ট শিল্পী প্রদোষ পাল জানিয়েছেন, "মঙ্গলবার ভোর ৫টায় চলে গেলেন গভঃ আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও আমাদের শিক্ষক। তাঁর ছবি আমাকে তেমন আকর্ষণ করত না, কিন্তু তেলরঙ কত ফ্রেসভাবে চাপানো যায় তা ওঁর কাছে শিখেছি। এত পরিচ্ছন্নভাবে রঙ চাপানো এবং নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা কম জনই পারতেন। কোনও এক কারণে আমাকে যে বেশ পছন্দ করতেন বুঝতে পারতাম। তা সে ফোনে কথা বলেই হোক, বা দেখা হলেই হোক।

একাডেমির ভিস্যুয়াল আর্টের ইন্টারভিউয়ের সময় এক্সপার্ট হিসেবে ওঁর অভিব্যক্তিতেও বুঝেছিলাম আমার প্রতি ওঁর ভালো লাগা। অথচ আমি কোনোদিন কোনো ব্যাপারে ওঁকে অনুরোধও করিনি, কোনো উপকারও করিনি। ফেসবুকে বন্ধু হিসেবে ছিলেন। কমেন্ট করতেন না, মাঝে মধ্যে লাইক করতেন। সব যে খোঁজ রাখতেন বুঝতাম। বয়স হয়েছিল, কিন্তু যথেষ্ট শক্ত সমর্থ ছিলেন। চলে যাবার মত অবস্থায় একেবারেই ছিলেন না। এ দুর্যোগে কে থাকবে কে যাবে কেউ আমরা জানিনা!" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ঈদ পোশাকের বিশেষ আয়োজন

বিশ্বরঙ-এর সহযোগী ব্রান্ড 'শ্রদ্ধা' পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের জন্য নিয়ে এসেছে নতুন সব আয়োজন। দেশীয় কাপড়ে ঢিলেঢালা আড়ামদায়ক ধাঁচে, উজ্জ্বল রংয়ের পরিবর্তে সহজিয়া শীতলতম হালকা রং মূলত 'শ্রদ্ধা'র পোশাকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শাড়ি, থ্রিপিস, কামিজ, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, শার্ট, টিশার্টসহ নিত্য ব্যাবহার্য সব ধরনের পণ্য রয়েছে।

কাপড় হিসেবে সুতি, লিনেন, তাঁত প্রভৃতি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে গরমের কথা মাথায় রেখে। তবে উৎসবের পোশাক হিসেবে সিল্ক, মসলিন, তসর, জর্জেট প্রভৃতি কাপড়ও থাকছে। রংয়ের ব্যবহারে পরিমিতবোধ লক্ষ করা যায়। কাজের মাধ্যম হিসাবে এসেছে এম্ব্রয়ডারি, জারদৌসি, কারচুপি, কাটওর্য়াক, স্ক্রিন প্রিন্টসহ মিশ্র মাধ্যমের নিজস্ব বিভিন্ন কৌশল। যেকেউ ঘরে বসেই শোরুমের সকল সামগ্রী কেনাকাটা করতে পারবে অনলাইনে।

কে ক্র্যাফট রং ও মোটিফের বৈচিত্র্য এবং কাপড় ও স্টাইলিংএর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করেছে তাদের আয়োজন। এবারের পোশাক সারিতে রয়েছে- শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, লং-কুর্তি, রেগুলার কুর্তি, টপস-স্কার্ট, কটি, পাঞ্জাবি, শার্ট, পোলোশার্ট, টি-শার্ট ও শিশুদের জন্য নানান আয়োজন। যুগল ও ফ্যামিলি পোশাক রয়েছে বরাবরের মতো।

জামদানি, ফ্লোরাল, নকশীকাঁথা, কুশিকাটা, টেক্সটাইল টেক্সচার, বেলারুশ ট্র্যাডিশনাল মোটিফ, টার্কিশআর্ট ও ইসলামিক মোটিফের ছোঁয়ায় বৈচিত্র্যময় কাপড় ও প্যাটার্নে সাজানো হয়েছে ঈদের আয়োজন। কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে- হ্যান্ডলুম কটন, ভয়েল, লিনেন, টু-টোন কটন, এন্ডি কটন, হাফ সিল্ক, জর্জেট ইত্যাদি। গাঢ় ও উজ্জ্বল রং এবং প্যাটার্নে ক্লাসিক ও আধুনিক দু-রূপই বিদ্যমান। অফ হোয়াইট, কোড়া, কালো, সোনালি, নীল, গোলাপি, সবুজ, ল্যাভেন্ডার, পেস্ট, পিচ, মেরুন, কফি, মিষ্টি গোলাপি, কোরাল, ফিরোজা, অলিভগ্রিন-এর নানান শেইডসহ, পোশাকে হাতের কাজ, এম্ব্রয়ডারি, স্ক্রিন ও ব্লকপ্রিন্ট, কারচুপি এবং টাই-ডাই-এর মাধ্যমে অলংকরণ করা হয়েছে। ঈদ পোশাকের যৌক্তিক মূল্য ক্রেতাদের দেবে স্বস্তি।

ঘরে বসে সহজে পছন্দের পোশাকটি পেতে নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে কে ক্র্যাফট-এর অনলাইন স্টোর। দেশে বিদেশে থাকছে বিনামূল্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা।

প্রতিটি পোশাকের নানান কোণ থেকে নেওয়া ফটোগ্রাফি ক্রেতাকে পছন্দের পোশাক বেছে নিতে সাহায্য করবে। সঙ্গে রয়েছে এসএসএল কমার্স সেবার মাধ্যমে নিরাপদ মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা। রোজার মাসে ১০০ ডলারের বেশি অর্ডার করলেই, বিনা খরচে পণ্য চলে যাবে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে আপনার ঠিকানায়। আর সারা বাংলাদেশ জুড়েই থাকছে ফ্রি ডেলিভারির সুবিধা।

এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ বাংক কার্ডে থাকছে ১৫ শতাংশ মূল্যছাড়। ইন্টারন্যাশনাল ডেলিভারি পার্টনার হিসাবে থাকছে ডিএইচএল, ফেড-এক্স। এছাড়া কে ক্র্যাফটের ফেইসবুক পেইজ থেকেও অর্ডার করা যাবে ২৪ ঘণ্টা। নিপুণ প্রকৃতির পরিবর্তন, গরমের তীব্রতা। তাই ক্রেতাদের উপযোগী পোশাকে সমৃদ্ধ হয়েছে তারা। কাপড়ি হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে সুতি, লিনেন, জয়সিল্ক ও তাঁত। মোটিফের ক্ষেত্রে ফ্লোরাল, দেশীয় রাজবাড়ি, ইসলামিক প্রাধান্য পেয়েছে।

রয়েছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, কুর্তী, সিঙ্গেল পিস, পাঞ্জাবি, শার্ট, ফতুয়া। আর এই ঈদে শিশুদের পোশাকে 'নিপুণ' সেজেছে ভিন্ন সাজে।

মূল্যসীমা ৭৫০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। রঙ বাংলাদেশ প্রতিবারের মতো এবারও বিষয়নির্ভর কালেকশন তৈরি করা হয়েছে। তিনটি বিশেষ বিষয়ে তৈরি হয়েছে পোশাক। ইসলামিক নকশা, ফ্লোরাল ও ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল। তিন বিষয়েই পোশাক নকশায় গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় আবহ। পাশাপাশি রয়েছে সময়, প্রকৃতি, আবহাওয়া আর আন্তর্জাতিক ট্রেন্ড। এবারের ঈদ কালেকশন তৈরি করা হয়েছে আরামদায়ক কাপড়ে।

রয়েছে যুগল ও পরিবারের সদস্যদের মেলানো পোশাক। আরও রয়েছে গহনা, মেয়েদের ব্যাগ, পার্স, লেডিস জুতা, মানিব্যাগ, বেডকাভার, পিলো কাভার, টেবিল ম্যাট, ফ্লোর ম্যাট, শোপিস। উপহার সামগ্রী হিসাবে রয়েছে নানান ডিজাইনের মগ।

এছাড়াও তাদের সাব ব্র্যান্ড হিসাবে থাকছে: তরুণ প্রজন্মের পছন্দকে মাথায় রেখে ওয়েস্ট রঙ এর পোশাক, বয়োজ্যেষ্ঠদের আপন ভুবন শ্রদ্ধাঞ্জলি আর শিশুতোষ ফ্যাশনের আনন্দময় ভুবন রঙ জুনিয়র এর ঈদ আয়োজন।

ব্যবহৃত রং- লাল, মেজেন্টা, নীল, কমলা, ক্রিম, ফিরোজা, টিয়া, লেমন, ব্রাউন। ভ্যালু অ্যাডেড মিডিয়া হিসেবে রয়েছে স্ক্রিনপ্রিন্ট, ব্লকপ্রিন্ট, হ্যান্ডওয়ার্ক, কারচুপি, প্যাচওয়ার্ক।

কাপড় হিসেবে রয়েছে তাঁতে বোনা সুতি কাপড়, লিলেন, মসলিন, হাফসিল্ক। সংগ্রহে রয়েছে- শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, সিঙ্গেল কামিজ, স্কার্ট-টপস সেট, প্লাজো, আনস্টিচ, ওড়না, ব্লাউজপিস, তৈরি ব্লাউজ, পাঞ্জাবি, শার্ট, কাতুয়া, টি-শার্ট, পায়জামা, গেঞ্জি, লুঙ্গি, টুপি। ছোটদের সালোয়ার কামিজ, সিঙ্গেল কামিজ, ফ্রক, স্কার্ট-টপস সেট, টপস, প্লাজো, পাঞ্জাবি, শার্ট, টি-শার্ট। পোশাকের মূল্যসীমা- সাড়ে ৩শ' থেকে ২০ হাজার টাকা।

সারা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেলে রয়েছে তাদের ঈদ কালেকশন। এছাড়াও সকল স্বাস্থ্য নিরাপত্তা মেনে ঢাকাসহ সারাদেশে অনলাইনের মাধ্যমে সারা'র নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পণ্য অর্ডার করলেই গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যাবে পছন্দের পোশাক।

সারা"র এবারের ঈদ আয়োজনের সকল পোশাকের অলঙ্করণে বেছে নেওয়া হয়েছে স্ক্রিন প্রিন্ট, ডিজিটাল প্রিন্ট, কারচুপি, এম্ব্রয়ডারির কাজ। জিওমেট্রিক, ট্র্যাডিশনাল, ফ্লোরাল এমন অনেক কিছুই থাকছে এসব পোশাকের মোটিফ হিসেবে। এছাড়াও রংয়ের ক্ষেত্রে ভাইব্রেন্ট রাখা হয়েছে।

রয়েছে সিঙ্গেল পিস কামিজ, লন থ্রি পিস, আনইস্টিচ লন, আকর্ষণীয় পার্টি থ্রি পিস, এথনিক কূর্তি, ফ্যাশন টপস, কাফতান, সূতীর শাড়ি, ডিজিটাল প্রিন্টের শাড়ি এবং ডেনিম-এর কালেকশন। পাঞ্জাবি, কাবলি সেট, সিঙ্গেল পিস কাবলি, ক্যাজুয়াল শার্ট, ফরমাল শার্ট, টি শার্ট, পোলো শার্ট, ফতুয়া, কাতুয়া, ডেনিম প্যান্ট, চিনো প্যান্ট, কার্গো প্যান্ট, পায়জামা ইত্যাদি।

ক্রেতারা এসব পোশাক পেয়ে যাবেন ৫০০ থেকে ৪ হাজার টাকার মধ্যে। পাশাপাশি এক্সক্লুসিভ শাড়ি থাকছে যার মূল্য ১৪,৫০০ টাকা। লা রিভের নার্গিসাস সৌন্দর্য্য, আভিজাত্য আর মুগ্ধতার ধারণাকে আপন করে সৃষ্টিকরা হয়েছে তাদের প্রথম 'হাই-এন্ড' বা অভিজাত ফ্যাশন লেবেল - নার্গিসাস। শুধু পার্টির পোশাক নয়, নিজের স্বপ্ন এবং শখ পূরণের সব ধরনের পোশাক পাওয়া যাবে ইএক্সক্লুসিভ লেবেলে।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পরিচালক মন্নুজান নার্গিস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করেন, "বিউটি, প্যাশন ও লাভ --- একমাত্র এই তিন শব্দেই নার্গিসাসকে ব্যখ্যা করা সম্ভব। নার্গিসাসের এই লিমিটেড এডিশন পোশাকগুলো পরে মনে হবে, আপনি স্বপ্নের পোশাকটিই পরে আছেন।"

পিওর মসলিন, সাটিন-ভিসকোস, সিল্ক, শিফন, টিস্যু, অরগাঞ্জা, ফেইলিও সেলুলোজ- বেজড কাপড়ে রয়েছে কামিজ, পার্টি-গাউন, লংটিউনিক ও শ্রাগ, স্কার্ট-টপ, স্কার্ট-পালাজ্জো, এক্সট্রা লেংথ সালোয়ার কামিজ সেট এবং টাইডাই ও অল-ওভার প্রিন্ট করা শিফন ও মসলিন ওড়না। পোশাকে টায়ার, ফ্লেয়ার, র‍্যাফল, ড্রেপ ও ফ্রিল নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ভারী জারদৌজি, কারচুপি এবং হাতের কাজ। রং হিসেবে থাকছে প্যাস্টেল-শেইড যেমন বেইজ ক্রিম, সাদা, লেমন, গোল্ডেন, পিচ, পিংক, পার্পেল, সবুজ, নীল, ফিরোজা, হলুদ। সম্প্রতি রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার রূপায়ন শপিং স্কয়ারে এই ফ্যাশন ব্র্যান্ডের নতুন বিক্রয়কেন্দ্র যাত্রা শুরু করেছে। এছাড়াও ঘরে বসে কেনার জন্য তাদের রয়েছে অনলাইন সেবা।

একটি বাড়তি ডোজ নিলেই করোনার বিরুদ্ধে আজীবন ইমিউনিটি ! দাবি ভারত বায়োটেকের

করোনার বিরুদ্ধে আজীবন ইমিউনিটি! এমনই সম্ভাবনার কথা শোনাল ভারত বায়োটেক সংস্থার দাবি, তাদের তৈরি কোভ্যাকসিনের একটি বাড়তি ডোজ (তৃতীয় ডোজ) নিলেই করায়ত্ত হবে লাইফটাইম ইমিউনিটি।

সোমবার তামিলনাড়ুর এসআরএম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভ্যাকসিনের তৃতীয় বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় সাত জনকে। যাঁরা ৬০ দিন আগে কোভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই পর্বে মোট ১৯০ জনের শরীরে প্রবেশ করানো হবে তৃতীয় ডোজ। তারপর বিভিন্ন মার্কার দিয়ে মাপা হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যত টিকা আছে তার প্রায় সবই দুই ডোজের। প্রথম ডোজ নেওয়ার ২৮ দিন পর কোভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। কোভিশিল্ডের ক্ষেত্রে যা ছ' সপ্তাহ পর। এবার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ৬০ দিন পর তৃতীয় ডোজ দেবে ভারত বায়োটেক। তাদের দাবি, কোভ্যাকসিনের এই তৃতীয় ডোজ লাইফটাইম ইমিউনিটি তৈরি করে দেবে।

যদিও এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভাইরোলজিস্টরা। তাঁদের বক্তব্য, "নিষ্ক্রিয় ভাইরাসে তৈরি ভ্যাকসিনে আজীবন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা খুব মুশকিল।" ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার জানিয়েছেন, অ্যান্টিবডির স্থায়িত্ব নির্ভর করে মেমরি বি লিম্ফোসাইটের হাফ লাইফএর উপর। এই হাফ লাইফ আবার নির্ভর করে অ্যান্টিজেনের উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতার উপর। গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ডেনড্রাইটিক কোষের মাধ্যমে, যা থাকে লিম্ফয়েড টিস্যুর জার্মিনাল সেন্টারের মধ্যে। সিদ্ধার্থবাবুর দাবি, নিষ্ক্রিয় ভাইরাসের উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা কম। এমন কোনও ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন নেই যা জীবনভর সুরক্ষা দিতে পারে। যেমনটা পারে লাইভ অ্যাটিনিউয়েটেড ভাইরাল ভ্যাকসিন (মিজলস, পোলিও)। তবে বুস্টার ডোজ দিয়ে অ্যান্টিবডির স্থায়িত্বকাল বাড়ানো যেতেই পারে। ১৬ জানুয়ারি ভারতে জরুরি ভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া হয় দু'টি টিকাকে। অ্যাস্ট্রেজেনেকার কোভিশিল্ড ও ভারত বায়োটেক ও আইসিএমআরএর যৌথ উদ্যোগে তৈরি কোভ্যাকসিনকে। ১৬ জানুয়ারি থেকে টিকাকরণ শুরু হয়। প্রথমদিকে কোভিশিল্ডের চাহিদা বেশি হলেও পরে কোভ্যাকসিনের চাহিদাও বাড়তে থাকে। জানা যায়, ৮১ শতাংশ কার্যকারিতা রয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই টিকার। তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল রিপোর্ট এখনও কোনও মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। তারই মধ্যে তৃতীয় ডোজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ট্রায়ালকারী সংস্থার দাবি, কোভ্যাকসিন সম্পূর্ণ নিরাপদ। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। সব দিক বিবেচনা করেই তৃতীয় ডোজ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রায়াল সফল হলে জীবনভর মুক্তি মিলবে করোনা থেকে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ঝাপটায় দিশেহারা দেশ। রাজেও বল্গাহীন সংক্রমণ। মঙ্গলবার দৈনিক সংক্রমণ ১৬ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। দুর্বার গতিতে বাড়ছে কলকাতার সংক্রমণ। তাৎপর্যের বিষয় হল, টিকা নিয়েও ভারতে বহু মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আইসিএমআর জানিয়েছে, প্রতি ১০ হাজার টিকা গ্রহীতার মধ্যে চার জন করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। ভাইরোলজিস্টদের মতে, টিকা নেওয়ার পর মানবদেহে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। তাই সংক্রমণ হচ্ছে। অ্যান্টিবডির স্থায়িত্ব বাড়াতেই তৃতীয় ডোজ দেওয়ার পরিকল্পনা। এমনটাই মনে করা হচ্ছে। তবে জীবনভর সুরক্ষার দাবি নিয়ে প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে।

মাস্ক ছুঁলেই মরবে করোনা ! তাক লাগাবে নয়া আবিষ্কার, দাবি গবেষকদের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: প্রাণ বাঁচাতে মাস্কে মুখ ঢেকেছে বিশ্ব! কিন্তু মারণ ভাইরাসকে রুখতে কার্যকর কোন মাস্ক, তা নিয়ে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। এর মাঝেই নতুন এক মাস্ক আবিষ্কার করে তাক লাগালেন ভারতীয় গবেষকরা। তাঁদের দাবি, মাস্কের সংস্পর্শেই এলেই মৃত্যু হবে করোনা ভাইরাসের।

নিজেদের তৈরি মাস্ক নিয়ে এমন দাবি করেছেন আইআইটির মান্ডির এক দল গবেষক। তাঁদের দাবি, এই মাস্ক শুধু করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করে তাই নয়, মাস্কের উপরে চলে আসা ভাইরাস-ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংসও করে। তাঁদের সেই গবেষণার কথা আমেরিকার জার্নাল 'আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি- অ্যাপ্লায়েড মেটেরিয়ালস অ্যান্ড ইন্টারফেসেস'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

আইআইটি মান্ডির গবেষক অমিত জয়সওয়ালের নেতৃত্বে সৌনক রায়, প্রবীণ কুমার এবং অনিতা সরকারের গবেষণার ফসল এই মাস্ক। কী উপাদান দিয়ে তৈরি এই মাস্ক? গবেষকরা জানাচ্ছেন, উপাদানের নাম মলিবডেনাম ডাই-সালফাইড। একটি চুলের থেকেও কয়েক গুণ পাতলা একটি আস্তরণ তৈরি করা হয়েছে এই উপাদানের। মাস্কের উপর সেই আস্তরণ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গবেষকদের দাবি, বিশেষ উপাদানে তৈরি আস্তরণটির ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার দারুণ ক্ষমতা রয়েছে। কীভাবে কাজ করবে এই মাস্ক? আইআইটি মান্ডির গবেষকদের দাবি, ১০০ থেকে ২০০ ন্যানোমিটারের আয়তনের চেয়ে ক্ষুদ্র কোনও ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এই আস্তরণের উপর চলে এলে তাকে মেরে ফেলে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ ভাইরাসটির আয়তন ১২০ ন্যানোমিটার। তাই ভাইরাসটি মলিবডেনাম ডাই-সালফাইডে সংস্পর্শে এলে মারা যায়। আইআইটির গবেষকদের আরও দাবি, জীবাণু নাশ করতে দুভাবে কাজ করবে এই আস্তরণ। এক, এর উপরিতল অত্যন্ত ধারালো। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে মনে হতে পারে, অনেকগুলি ছুরি পরপর রাখা রয়েছে। সূর্যের আলোয় অত্যন্ত সক্রিয় এই উপাদান। সামান্য সূর্যালোক পেলেই এর তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায়। যা জীবাণুকে বাঁচতে দেয় না।গবেষকরা জানিয়েছেন, একবার নয়, একাধিকবার ব্যবহার করা যেতে পারে এই মাস্ক। শুধুমাত্র রোদে ফেলে রেখে জীবাণুমুক্তও করা যায় মাস্কটি। সাবান জলে ধুলেও এর কার্যকারিতায় কোনও হেরফের হয় না। তবে এই মাস্ক এখনও বাজারে আসেনি। গবেষকদের দাবি, আরও কিছু গবেষণার পরই এই ফর্মুলা বাণিজ্যিক সংস্থার হাতে তুলে দেবেন। কেমন হবে এই বিশেষ মাস্কের দাম? আইআইটি মান্ডির গবেষকদের দাবি, বিশেষভাবে তৈরি হলেও মাস্কের দাম থাকবে মধ্যবিত্তের নাগালে।

একটি নয়, করোনা রুখতে জোড়া মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ গবেষকদের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে একটা মাস্ক যথেষ্ট নয়। দুই বা তিন স্তরের মাস্ক হলেও তা ভাইরাস রোখার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। বরং, একাধিক স্তরের দু'টি মাস্ক একসঙ্গে ব্যবহার করলে বেশি কার্যকর হবে। একটি সমীক্ষার পর এমনটাই জানিয়েছেন নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা।

মেডিক্যাল জার্নাল 'জেএএমএ'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দু'টি মাস্কের মধ্যে যে শূন্যস্থান থাকে, তা ভাইরাসকে আটকানোর ক্ষেত্রে সহায়ক। তাছাড়া, মাস্ক অনেক সময়ই তা ঠিক মতো ফিটিংস হয় না। দু'টি মাস্ক ব্যবহার করলে, সেই ঝুঁকিও অনেকটা কমতে পারে। প্রতিবেদনের প্রধান লেখক তথা ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনার সংক্রামক রোগ বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এমিলি সিকবার্ট বেনেট বলেছেন, "চিকিৎসার জন্য যে মাস্কগুলি তৈরি করা হয়, সেগুলির ফিল্টার যথেষ্ট ভাল। তবে, সেগুলি যেভাবে তৈরি হয়, তাতে মুখে ভাল করে ফিটিংস হয় না।

ফিটেড ফিল্টারেশন এফিসিয়েন্সি পরীক্ষা করেছেন তাঁরা। ১০ ফুট বাই ১০ ফুটের ইস্পাতের এক্সপোজার চেম্বার বা কক্ষ তৈরি করেন তাঁরা। যাতে ছিল নুনের ক্ষুদ্র ভাসমান কণা। সেই ইস্পাত কক্ষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মাস্ক কম্বিনেশন তৈরি করে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। দেখা হয়েছে, শ্বাস গ্রহণের স্থান থেকে কত দূরে নুনের ক্ষুদ্র ভাসমান কণাগুলি আটকাচ্ছে। নুনের ক্ষুদ্র ভাসমান কণাগুলিকে বিভিন্ন গতি এবং দিক থেকে চালনা করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে করোনা অতিমারী শুরু হওয়ার পরই এই গবেষণা শুরু করেন তাঁরা। গবেষকরা সমীক্ষা করে দেখেছেন, একই মাস্ক বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে একইরকম কার্যকর নাও হতে পারে। কারণ মাস্কের কার্যকারিতা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট মানুষের মুখের আকার, আয়তন এবং মাস্কের কতটা অংশ সঠিকভাবে ফিট করছে তার ওপর। একটি মাস্ক করোনা ভাইরাসকে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত আটকাতে পারে। তবে কাপড়ের মাস্ক হলে, তা ৪০ শতাংশের বেশি হয় না। কাপড়ের মাস্কের ওপর সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করলে কার্যকারিতা ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কাপড়ের মাস্কটি খুব ভাল ফিটিংস হলে, নাকমুখের সঙ্গে সার্জিকাল মাস্কটির দূরত্ব না থাকলে এবং সবসময় প্রয়োজনীয় অংশটি ঢাকা থাকলে কার্যকারিতা আরও ১৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার দু'টি মাস্কই যদিও একদমই ভাল ফিটিং না হয়, তাহলে কোনও কাজই হবে না। তাই, কথা বলার সময় সার্জিক্যাল মাস্কের ওপর একটি কাপড়ের মাস্ক ভালভাবে বেঁধে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন গবেষকরা। যাতে কথা বলার সময় ফাঁক না সৃষ্টি হয় বা জায়গা থেকে সরে না যায়। তাতে করোনা ভাইরাসকে অনেক ভালভাবে আটকানো যাবে বলে মনে করছেন নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা।

পালটে গিয়েছে করোনার চরিত্র টেস্টেও ধরা পড়ছে না মারণ ভাইরাস

বহুরূপী, না জাদুকর? প্লাস্টিক সার্জারিতে মানুষের চেহারা যেমন বদলে যায়, কাছের মানুষের চোখও ধোঁকা খেয়ে যায়, করোনার ক্ষেত্রেও যেন তা-ই! ভাইরাসের আরএনএ-তে এমন জবরদস্ত কিছু মিউটেশন হয়েছে, যে আরটিপিসিআর যন্ত্র তা ধরতে পারছে না। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে।

এ যেন সত্যি চোর-পুলিশ খেলা। ভাইরাস শরীরে ঢুকে ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে, অথচ আরটিপিসিআরে ব্যবহৃত কিট তার নাগাল পাচ্ছে না! ফলে 'ফলস নেগেটিভ' হচ্ছে কোভিড রিপোর্ট। আছে অথচ নেই। পরিণামে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় মহাবিভ্রাট। আরটিপিসিআর পরীক্ষার ক্ষেত্রে দু'-তিনটে প্রাইমার ব্যবহার করে অ্যাম্পলিফিকেশন করা হয়। টার্গেট আরএনএ-র উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতেই এই কৌশল। এখন প্রশ্ন, আরএনএ নামক রেলগাড়ির কয়েকটি বগি যদি বদলে যায় কিংবা বাদ চলে যায়, তাহলে কী হবে? প্রাইমার কি উদ্দিষ্ট আরএনএ-কে চিনে নিতে পারবে? "চিনতে পারে, না-ও পারে।"- এমনই মত ভাইরোলজিস্টদের। ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার জানিয়েছেন, ভাইরাসের চরিত্র বদলের জন্যই নতুন ভ্যারিয়েন্টের জন্ম। কিছু ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে ডিলিশন মিউট্যান্ট এবং ইমিউন এসকেপ মিউট্যান্টের চরিত্র আছে। এর জেরে কোভিড (ঙ্খঞ্জঝজ্জঙ্গ-১৯) শরীরে প্রবেশের পর দ্রুত ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে। এই স্পাইক প্রোটিনের ডিলিশন মিউটেশনের কারণেই আরটিপিসিআরে ধরা পড়ছে না করোনা। এখনও পর্যন্ত গবেষণায় জানা গিয়েছে, করোনার স্পাইক প্রোটিনের ৬৯তম (হিস্টিডিন) ও ৭০তম (ভ্যালিন) অ্যামাইনো অ্যাসিড গায়েব হয়েছে। নজরে এসেছে ১৪৪তম অ্যামাইনো অ্যাসিডের (টাইরোসিন) অন্তর্ধানও।

এই ডিলিশন মিউটেশনই এখন ভাইরোলজিস্টদের সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ। বহুক্ষেত্রেই করোনার উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও রোগীর আরটিপিসিআর রিপোর্ট নেগেটিভ আসছে। ফলস নেগেটিভ রিপোর্টের জেরে রোগীর চিকিৎসা শুরু হচ্ছে দেরিতে। বাড়ছে মৃত্যুহার। সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. যোগিরাজ রায় জানিয়েছেন, একের পাতার পর কোভিডের নতুন স্ট্রেন শুধু যে দ্রুত ছড়াচ্ছে তা নয়, দ্রুত আঘাত হানছে ফুসফুসে। যা হাই রেজোলিউশন কম্পিউটার টোমোগ্রাফি (এইচআরসিটি)-তে ধরা পড়ছে। ঘষা কাচের মতো চেহারা নিচ্ছে ফুসফুস, অথচ, আরটিপিসিআরে তার আঁচ পড়ছে না! বস্তুত এই জটিলতার জন্যই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে এত বিভ্রান্তি বলে দাবি চিকিৎসকদের।

একই বক্তব্য এম আর বাঙুরের ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডা. শুভ পালের। তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন, "ডাক্তারদের রীতিমতো ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে করোনার এই নতুন অবতার।" পরিত্রাণের উপায়? ভাইরোলজিস্টদের একাংশের পর্যবেক্ষণ, আসলে যে স্ট্রেনগুলির উপর ভিত্তি করে কিট তৈরি হয়েছে, সেগুলির এতটাই মিউটেশন হয়েছে যে, ধোঁকা খাচ্ছে প্রাইমার। তাই প্রাইমার সেটের কার্যকারিতা পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সোজা কথায়, ভাইরাসের নতুন অবতারের জন্য চাই নতুন সেটের প্রাইমার। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আরএনএ হল নিউক্লিওটাইড পুঁতির মালা। মালার কয়েকটা পুঁতি 'ডিলিট' হয়ে গেলে বা চেহারা বদলে ফেললে মালা চিনতে অসুবিধা হতেই পারে। সেটাই হচ্ছে ডাবল মিউট্যান্ট ভাইরাসের ক্ষেত্রে। মিউটেশনের দৌলতে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনে মজুত অ্যামাইনো অ্যাসিডের গঠনগত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে 'রিসেপটর বাইন্ডিং ডোমেন'। যার জন্যই রিসেপটর জাপটে কোষে ঢুকে পড়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে করোনা। অতি দ্রুত তা ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে ফুসফুসের এইচআরসিটি করার পরামর্শ দিচ্ছেন ডাক্তারবাবুরা। তাঁদের বক্তব্য, সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট খারাপ এলে ফের আরটিপিসিআর টেস্ট করা উচিত। এই তথ্যকে মান্যতা দিচ্ছে বিমা সংস্থাগুলিও। ফুসফুসের সিটি স্ক্যান রিপোর্ট খারাপ এলে রোগীর কোভিড রয়েছে ধরে নেওয়া হচ্ছে

বৃহস্পতিবার সন্ত্রাসদীর্ণ অঞ্চলে সফর শুরু করছেন রাজ্যপাল ধনকর

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : সোমবার রাজভবনে শপথ অনুষ্ঠানের পরই সাংবিধানিক কর্তব্য মেনে অশান্ত এলাকাগুলিতে তিনি নিজে পরিদর্শনে যাবেন বলে জানান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবার বিকেলে টুইটে তিনি জানিয়ে দিলেন দিনক্ষণ।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করেন ধনকর অভিযোগ করেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। প্রশাসন তাঁকে কোনও রিপোর্ট দিচ্ছে না। আর তাই নিজে পরিদর্শনে যাবেন সন্ত্রাসদীর্ণ অঞ্চলে। নতুন মন্ত্রীদের প্রতি বার্তা দিয়ে রাজ্যপাল, ''আপনারা শপথ নিয়েছেন গণতন্ত্র রক্ষার। এবার সেই কাজই ভালভাবে করুন। না পারলে এই শপথ ব্যর্থ হয়ে যাবে।''

তাঁর এমন কর্কশ পরামর্শ কোনও মন্ত্রীই যে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি তা বলাই বাহুল্য। একইসঙ্গে, রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে আবারও অসন্তোষ প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। তৃতীয় তৃণমূল সরকারের সঙ্গেও যে রাজভবনের সম্পর্ক খুব একটা ইতিবাচক হবে না, তা যেন এখন থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল।মঙ্গলবার তিনি টুইটে লেখেন, বৃহস্পতিবার বিএসএফ-এর হেলিকপ্টারে শীতলকুচি ও কোচবিহারে যাবেন। রাজ্যপাল লিখেছেন অভূতপূর্ব হিংসার জন্য এই সফর। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা আবহে আপাতত স্থগিত হতে পারে মাধ্যমিক পরীক্ষা

কলকাতা, ১১ মে (হি.স.): গতবছর করোনা কাঁটায় এইসময় সম্পূর্ণ লকডাউন ছিল দেশ তথা রাজ্য জুড়ে। এই বছর সম্পূর্ণ লকডাউন না হলেও ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ করা হয়েছে লোকাল ট্রেন। অন্যদিকে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা। এই পরিস্থিতিতে আপাতত স্থগিত হতে পারে মাধ্যমিক পরীক্ষা মঙ্গলবার এমনটাই খবর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ হাজার পেরিয়েছে। আক্রান্তর পাশাপাশি বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কাবু করছে সকলকে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ১ জুন থেকে মাধ্যমিক শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্ত বর্তমানের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে ১ জুন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়া কঠিন বলে মনে করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, ট্রেন চলাচল বন্ধ, বাস অর্ধেক চলছে যার জেরে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে যাতায়াতের সমস্যাও হবে। তাই আপাতত স্থগিত রাখা হতে পারে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা কবে হবে সেই নিয়ে রাজ্য সরকার কি সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকে তাকিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

দিল্লিতে কোভিডে মৃত্যু বেড়ে ২০,০১০, সক্রিয় রোগী ৮৩,৮০৯

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অনেকটাই বাড়ল নতুন করে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। একইসঙ্গে দিল্লিতে সুস্থতার সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২,৪৮১ জন, এই সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৪৭ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৯৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২০ হাজার ১০ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৮০ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৩,৫৮৩ জন। মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮৩ হাজার ৮০৯ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ১৭.৭৬ শতাংশ।

অস্বস্তি আরও বাড়ল অনিল দেশমুখের, অর্থ তছরুপের মামলা ইডি-র

মুম্বই, ১১ মে (হি.স.): অস্বস্তি আরও বাড়ল মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের। মঙ্গলবার অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের মামলা দায়ের করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সিবিআই-এর এফআইআর-এর ভিত্তিতেই মামলা দায়ের করা হয়েছে, ইডি সূত্রে এমনটাই খবর।

ইডি জানিয়েছে, দেশমুখের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর এফআইআর স্টাডি করার পরই অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনে অপরাধমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবার জেরা করার জন্য সমন পাঠাতে পারে অনিল দেশমুখকে।

প্রথম অক্সিজেন এক্সপ্রেস পৌঁছল কর্ণাটকে, কেন্দ্রের সাহায্য নিয়ে আশাবাদী ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ১১ মে (হি.স.): কর্ণাটকে পৌঁছল প্রথম অক্সিজেন এক্সপ্রেস। মঙ্গলবার সকালে বেঙ্গালুরুতে পৌঁছেছে প্রথম অক্সিজেন এক্সপ্রেস। ১২০ টন লিকুইড মেডিক্যাল অক্সিজেন (৬টি কন্টেনারে, প্রতিটিতে ২০ টন লিকুইড মেডিক্যাল অক্সিজেন) এসে পৌঁছয় বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ডে ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোতে। দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ে জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ রওনা দিয়েছিল অক্সিজেন এক্সপ্রেস, মঙ্গলবার সকালে অক্সিজেন এক্সপ্রেস এসে পৌঁছয় বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ডে ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোতে। কোভিড পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের কাছ থেকে এভাবেই সাহায্য মিলবে বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। ইয়েদুরাপ্পা এদিন বলেছেন, 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে সকালেই ১২০ টন মেডিক্যাল অক্সিজেন এসেছে। এভাবেই আসলে কোনও সমস্যা হবে না। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক রাখছি আমি, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিরুপতির হাসপাতালে মৃত্যু ১১ জন রোগীর, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রেড্ডির

তিরুপতি, ১১ মে (হি.স.): অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটি ও অক্সিজেন না পাওয়ার কারণে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতির একটি সরকারি হাসপাতালে প্রাণ হারালেন ১১ জন রোগী। প্রত্যেকেই কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন। তিরুপতির শ্রীভেঙ্কটেশ্বর রামনারায়ণ রুইয়া সরকারি হাসপাতালের ঘটনা। এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি। দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন রেড্ডি। রুইয়া হাসপাতালে মৃত রোগীদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি।

চিত্তোরের জেলাশাসক হরিনারায়ণ জানিয়েছেন, সোমবার রাতে অক্সিজেন সরবরাহে বিপত্তির কারণে তিরুপতির এসভিআর রুইয়া সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ১১ জন রোগীর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যই অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে গিয়েছে বিয়োগান্তক ঘটনা। যদিও, মৃত রোগীর পরিজনরা দাবি করেছেন, প্রায় ২৫ মিনিট অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ ছিল। জেলাশাসক হরিনারায়ণ আরও জানিয়েছেন, সোমবার রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটির কারণে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে থাকা কয়েকজন কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ৫ মিনিটের ব্যবধানে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। অক্সিজেন ট্যাঙ্কার আসার পর পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। ভয়ের কোনও কারণ নেই, বাকিরা সকলেই সুরক্ষিত আছেন।'

হাফলং সরকারি হাসপাতালে ধৃত ভ্যাকসিন চোর, বরখাস্ত অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী ইমানুয়েল

হাফলং (অসম), ১১ মে (হি.স.) : সমগ্র দেশে কোভিড-ভ্যাকসিনের অভাবে হাহাকার পরিস্থিতি। এই অবস্থায় স্বাস্থ্য কর্মীরাই এই ভ্যাকসিন চুরিতে জড়িত হয়ে পড়ছে। এমন এক ঘটনা ঘটল ডিমা হাসাও জেলার হাফলং সরকারি হাসপাতালে। গত ৭ মে হাফলং সরকারি হাসপাতাল থেকে ইমানুয়েল ইসলাম নামের এক স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড ভ্যাকসিনের ১০টি বায়েল চুরি করে। কিন্তু এই চুরির দৃশ্য সেখানে সংস্থাপিত সিসি টিভি ক্যামেরায় বন্দি হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত চুরি হওয়া ভ্যাকসিনগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার জেরে তাৎক্ষণিক ভাবে এই স্বাস্থ্য কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘটনাচি চেপে দেওয়ার চেষ্টা করলেও সংবাদ মাধ্যমের নজরে তা আসতে সময় লাগেনি। সংবাদ মাধ্যমের চাপে পড়ে অবশেষে মঙ্গলবার এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন হাফলং সরকারি হাসপাতালের সুপার ডা. কল্পনা কেম্প্রাই।

করোনা ভাইরাস যখন সমগ্র দেশে বেকাবু হয়ে উঠেছে ঠিক সে সময় বিভিন্ন স্থানে ভ্যাকসিনের অভাব দেখা দিয়েছে। গত ৭ মে থেকে ডিমা হাসাও জেলায় ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে। ৭, ৮ এবং ৯ মে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরই ভ্যকসিন শেষ হয়ে যাওয়ায় গত দুদিন থেকে ভ্যাকসিন প্রদান বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী ইমানুয়েল ইসলাম ভ্যাকসিন চুরির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় রহস্য দেখা দিয়েছে।

মধ্য রাশিয়ায় হাইস্কুলে শ্যুটআউট, শিক্ষক-সহ মৃত্যু ৯ জনের

মস্কো, ১১ মে (হি.স.): মধ্য রাশিয়ার একটি হাইস্কুলে বন্দুকবাজের গুলিতে মৃত্যু হল ৯ জনের। স্কুলের মধ্যেই চলল গুলি। এই ঘটনায় এক জন শিক্ষক ও ৮ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। মস্কো থেকে ৮২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাশিয়ার কাজান শহরের একটি স্কুলে এই ঘটনা ঘটে। আচমকা স্কুল চলাকালীন স্কুলের ভিতরে বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা যায়। স্কুলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় ১৭ বছরের এক বন্দুক বাজকে আটক করা হয়েছে। এই হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

লকডাউন লঙ্ঘনের দায়ে ধৃত পাপ্পু যাদব, আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ

পাটনা, ১১ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত রুখতে বিহারে লাগু হয়েছে লকডাউন। এই লকডাউন লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেফতার করা হল জন অধিকারী পার্টির প্রধান পাপ্পু যাদব ওরফে রাজেশ রঞ্জনকে। মঙ্গলবার পাটনায় গ্রেফতার করা হয় পাপ্পু যাদবকে, গ্রেফতার করার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাটনার গান্ধী ময়দান থানায়। গ্রেফতারি প্রসঙ্গে ডিএসপি (শহর) সুরেশ প্রসাদ বলেছেন, 'লকডাউন লঙ্ঘনের দায়ে পাপ্পু যাদবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনুমতি ছাড়াই গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

গ্রেফতারি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, জন অধিকারী পার্টির প্রধান পাপ্পু যাদব বলেছেন, 'আমাকে কেন গ্রেফতার করা হল, তা তাঁরাই বলতে পারবেন। আমি প্রতিটি পরিবারকে দেড় মাস ধরে সহায়তা করেছি। বিহার সরকার এবং নীতীশ বাবুই বলতে পারবেন কী হচ্ছে? লকডাউন লঙ্ঘনের জন্য মোটেও গ্রেফতার করা হয়নি।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অনন্তনাগে সাফল্য বাহিনীর, এনকাউন্টারে নিকেশ ৩ লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১১ মে (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদী। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগের ভাইলু এলাকার ঘটনা। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, কোকেরনাগের ভাইলু এলাকায় এনকাউন্টারে খতম হয়েছে ৩ জন লস্কর জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে একজনের নাম-উবাইদ শফি। গত ১ এপ্রিল বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল লস্কর জঙ্গিরা, আরিবাগ হামলায় জড়িত ছিল উবাইদ। ওই হামলায় শহিদ হয়েছিলেন পুলিশ কর্মী রামিজ রাজা।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগের ভাইলু এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গি। জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার ভোর থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় অনন্তনাগ জেলা পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনী। লুকিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দেয়, দীর্ঘ সময়ের পর এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ জন জঙ্গি। আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, ৩ জন জঙ্গি লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিল কলকাতা আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার কলকাতা-সহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, মালদহ ও দুই দিনাজপুরে ঝড় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিকেলেও ঝড় বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়।

ইতিমধ্যেই কলকাতার কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও হয়েছে। উত্তরের দুই জেলায় ভারী বৃষ্টি, ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে আগামী ১-২ ঘন্টার মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আভাস। এদিন সকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে যা ২ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে যা ১ ডিগ্রি বেশি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বাড়িতেই ঈদের প্রার্থনা করুন, মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে আর্জি শাহি ইমামের

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): পবিত্র রমজান মাসের শেষে আগামী ১৩-১৪ মে ঈদ-উল-ফিতর। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন পালিত হয় ইসলাম সম্প্রদায়ের এই বৃহৎ উৎসব। শাওয়াল ইসলামিক ক্যালেন্ডারের দশম মাস। ঈদের দিন বিশেষ নমাজের মাধ্যমে দিন শুরু করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের সকলে। কিন্তু, বর্তমানে ভারতে কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, বাড়িতেই নমাজ পাঠের জন্য অনুরোধ করলেন দিল্লির ফতেহপুরী মসজিদের শাহি ইমাম মুফতি মহম্মদ মুকাররম আহমেদ। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর অনুরোধ, এবার বাড়িতেই ঈদের প্রার্থনা করুন। শাহি ইমাম জানিয়েছে, ১৩-১৪ মে পালিত হবে ঈদ-উল-ফিতর। ১৩ এপ্রিল থেকে রমজান মাস শুরু হওয়ার ফলে মনে করা হচ্ছে, মে মাসে ১৩ অথবা ১৪ তারিখ ঈদ পালিত হবে। উল্লেখ্য, সৌদি আরবে ১২ মে ঈদ। সাধারণত এর একদিন পরে ভারতে ঈদ পালিত হয়। সেক্ষেত্রে ১৩ মে (বৃহস্পতিবার) ঈদ পালনের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও চাঁদ দেখা যাওয়ার ওপর ভিত্তি করে ইদের দিন নির্ধারিত হয়। সে ক্ষেত্রে ১২ তারিখ চাঁদ দেখা গেলে ১৩ তারিখ ঈদ পালিত হবে। তা নাহলে ১৩ তারিখ চাঁদ দেখা দেওয়ার পর ১৪ তারিখ ঈদের উৎসবে মেতে উঠবেন সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। কিন্তু, মারণ করোনাভাইরাস গত বছরের মতো এ বছরেও কেড়ে নিতে চলেছে ঈদের আনন্দ।

গৃহ, সাধারণ প্রশাসন ইত্যাদি নিজের হাতে রেখে অন্য তেরো মন্ত্রীর দফতর বন্টন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : গৃহ, সাধারণ প্রশাসন, রাজনৈতিক, পূর্ত সহ বেশ কয়েকটি দফতর নিজের হাতে রেখে অন্য তেরো মন্ত্রীর দফতরও বন্টন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শপথ নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি থেকে অনুমোদন পেয়েই তিনি তাঁর ১৩ জনের ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে দফতর বন্টন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সে অনুযায়ী গৃহ, সাধারণ প্রশাসন, রাজনৈতিক, কর্মচারী, পূর্ত সহ যে সকল দফতর বন্টন হয়নি সে সব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ তাঁর হাতে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এছাড়া বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি তথা পাটাসারকুচির বিধায়ক রঞ্জিতকুমার দাসকে দেওয়া হয়েছে খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স দফতর।

এভাবে শরিক অগপ সভাপতি তথা বোকাখাতের বিধায়ক অতুল বরা পেয়েছেন বিগত কার্যকালের কৃষি, উদ্যানশস্য, পশুপালন এবং সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন দফতর। গতবারের নগরোন্নয়ন এবং গ্রামোন্নয়ন দফতর তাঁর হাত থেকে চলে গেছে।

পরিমল শুক্লবৈদ্যের হাতে আগের বিভাগ যথাক্রমে বন ও পরিবেশ, মৎস্য এবং আবগারি দফতর রয়ে। কংগ্রেস আমলের তিনবারের অভিজ্ঞ মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর সাবেক সতীর্থ, নব্য-বিজেপি বিধায়ক অজন্তা নেওগের ওপর আস্থা রাখে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ দফতর দিয়েছেন হিমন্তবিশ্ব। এই দফতর এর আগে তাঁর কাছেই ছিল। এছাড়া অজন্তাকে দেওয়া হয়েছে সমাজকল্যাণ দফতরও।

শরিক ইউপিপিএল-এর বিধায়ক উর্খাওগৌরা ব্রহ্মকে দেওয়া হয়েছে সমতল জনজাতি উন্নয়ন (বিটিআর), হস্তাঁত ও বস্ত্রশিল্প, ভূমি সংরক্ষণ দফতর।

চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির হাতে আগের পরিবহণ, শিল্পোদ্যোগ-বাণিজ্য, দক্ষতা বিকাশ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সংসদীয় পরিক্রমা দফতর তার কাছ থেকে নিয়ে দেওয়া হয়েছে পীযূষ হাজরিকাকে।

অগপ বিধায়ক কেশব মহন্তের হাতে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, তথ্য ও প্রযুক্তি দফতর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর এর আগে ছিল বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার কাছে।

ডা. রণোজ পেগুকে দিয়েছেন শিক্ষা, সমতল জনজাতি এবং পশচাদপদ শ্রেণির উন্নয়ন (বিটিআর এলাকার বাইরে)।

সঞ্জয় কিষাণের কাছে রয়েছে পূর্ববর্তী শ্রম-উন্নয়ন, চা জনজাতি উন্নয়ন দফতর।

যোগেন মোহনকে দেওয়া হয়েছে রাজস্ব ও দুর্যোগ মোকাবিলা, পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন, খনি ও খনিজ সম্পদ দফতর।

অশোক সিংঘলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে গুয়াহাটি উন্নয়ন, নগরোন্নয়ন এবং জলসেচ দফতর। পীযূষ হাজরিকাকে দেওয়া হয়েছে জলসম্পদ, তথ্য ও জনসংযোগ, সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রক।

বিমল বরা পেয়েছেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, সাংস্কৃতিক পরিক্রমা, শক্তি (বিদ্যুৎ) এবং পর্যটন দফতর। রাজ্যবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সকল মন্ত্রীকে নিজের নিজের দফতরের কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করাৰ আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

হাফলং সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ নির্মাণের কাজ এ মাসেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, জানান, সুপার ডা. কল্পনা

হাফলং (অসম), ১১ মে (হি.স.) : হাফলং সরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের জন্য আইসিইউ বা ভ্যান্টিলেশনের কোনও ব্যবস্থা নেই। পিএমসকেয়ার তহবিল থেকে আইসিইউ স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি আসার পরও হাফলং সরকারি হাসপাতালে এখন পর্যন্ত আইসিইউর ব্যবস্থা করা হয়নি। এ-নিয়ে মঙ্গলবার হাফলং সরকারি হাসপাতালের সুপার ডা. কল্পনা কেম্প্রাই বলেন, বর্তমানে হাফলং কোভিড ওয়ার্ডে নীচের তলায় একটি ভবনে ১১ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ নির্মাণের কাজ চলছে এবং মে মাসের মধ্যে তার সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

ডা. কল্পনা কেম্প্রাই জানান, বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেনের তেমন সমস্যা নেই। কারণ হাসপাতালে বর্তমানে অক্সিজেনের ৬০টি সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। তিনি বলেন, হাফলং সরকারি হাসপাতালে মোট আটজন করোনা আক্রান্ত রোগী অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন। এমতাবস্থায় অক্সিজেনের সমস্যা নেই। এই হাসপাতালে কোভিড ওয়ার্ডে রোগীদের জন্য রয়েছে ৬৮ বিছানা। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী এবং ৩৩টি বিছানা এখনও খালি রয়েছে। তবে রোগীর সংখ্যা বাড়লে সমস্যা বাড়বে বলে জানান ডা. কল্পনা কেম্প্রাই।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৪৪ জনে বৃদ্ধি হয়েছে। মঙ্গলবার ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে আরও ২৭ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। পাহাড়ি জেলায় ক্রমশ করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। সাধারন মানুষ কোভিড বিধি ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে না চলায় হাফলঙে করোনার গণসংক্রমণ দেখা দিয়েছে। কারণ হাফলং শহরে একাংশ মানুষ সরকারি নিয়ম নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাজারহাটে স্বাস্থ্য বিধি, সামাজিক দূরত্ব কোনওটাই মানছেন না।

উল্লেখ্য ডিমা হাসাওয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৩৪৪ জন রোগীর মধ্যে ইতিমধ্যে ১৬৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ৩৫ জন রোগীর চিকিৎসা হাফলং সরকারি হাসপাতালে চলার পাশাপাশি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ১৩৯ জন। এছাড়া পাঁচজন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলার বাইরে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত হাফলঙে একজনের মৃত্যু ঘটেছে।

ওভারলোডিং রুখতে ফিরহাদের বার্তা নিয়ে প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : পরিবহণ দফতরের দায়িত্ব নিয়েই ওভারলোডিং রুখতে কড়া বার্তা দিলেন ফিরহাদ হাকিম। পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথমবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন তিনি। সেই সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই একাধিক নতুন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, আপাতত করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলাই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। এদিন থেকে রাজ্যে গণপরিবহণের কর্মীদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। খোদ পরিবহণমন্ত্রী হাজির ছিলেন সেই টিকাকরণের শিবিরে। গোটা ব্যবস্থা দেখভাল করেন তিনি। এর পর সাংবাদিক বৈঠক করেন ফিরহাদ। সেখান থেকে জানান, ওভারলোডিং রুখতে জরিমানা বাড়ানোর পথে হাঁটবে রাজ্য।

মন্ত্রীর কথায়, "ওভারলোডিং একটা বড় সমস্যা। এর জন্য রাস্তাঘাট ভাঙছে। তাই সমস্যার সমাধান দরকার।" তবে জরিমানার পরিমান কতটা বাড়ানো হবে, তা নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রী কিছু জানাননি। প্রসঙ্গত, ওভারলোডিংয়ের জন্য একদিকে থুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ে, অন্যদিকে রাস্তার প্রভূত ক্ষতি হয়। বস্তুত এই প্রতিবেদক দেখেছেন, গত দেড় দশক ধরে পরিবহণমন্ত্রীরা প্রত্যেকেই ওভারলোডিং বন্ধ করার কথা বলেছেন। কারও আশ্বাসের বাস্তবায়ন হয়নি। উপরন্তু ওভারলোডিংয়ের মাত্রা বেড়েছে। সমস্যাটা কোথায়? লরি ও ট্রাক মালিকদের দাবি, সর্ষের মধ্যেই রয়েছে ভূত। পুলিশ ও বানিজ্যকর ইন্সপেক্টররা লরি ও ট্রাক চালকদের কাছ থেকে নিয়মিত বলপূর্বক টাকা তোলেন। এত টাকা মালিক ও চালকরা পাবেন কোথা থেকে? তাঁরা বাধ্য হয়ে অনুমোদিত ওজনের চেয়েও বেশি পণ্য বহন করেন। এ প্রসঙ্গে বনগাঁ মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলীপ দাস 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "পুলিশি জুলুম অবশ্যই ওভারলোডিংয়ের একটা বড় কারণ। আমরাও আইন মানতে চাই। সমস্যাটা কোথায় কতখানি, নয়া পরিবহণমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলে আমরা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারব।"

নিশীথ-জগন্নাথ ছাড়বেন না সাংসদ পদ দুই আসনে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি বিজেপি-র

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : রাজ্যের আরও ২টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হল। যার জেরে শাসকদলের আসন সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি বিজেপির আসন কমার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

একুশের ভোটযুদ্ধে বিজেপির তরফে পশ্চিমবঙ্গে ৫ জন সাংসদকে ভোট যুদ্ধে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত। লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, লোকসভার সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী, নিশীথ প্রামাণিক ও জগন্নাথ সরকার। প্রথম ৩ জনই ভোটযুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন। স্বপনবাবু তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েই ভোটযুদ্ধে নেমেছিলেন। সেই পদটি ছিল আবার মনোনীত পদ। তাই সেই আসনে উপনির্বাচনের কোনও প্রয়োজনও নেই। বাবুল ও লকেট ভোটে হারায় তাঁদেরকেও সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিতে হচ্ছে না। কিন্তু ভোটে জয়ী হয়েছেন নিশীথবাবু ও জগন্নাথবাবু। তাই তাঁদের হয় বিধায়ক নতুবা সাংসদ পদ ধরে রেখে অন্যটি ছেড়ে দিতে হত। এবার তাঁরা সেটাই করতে চলেছেন। সূত্রের খবর, দুই সাংসদ ছাড়তে চান না সাংসদ পদ। তাঁদের আর্জি মেনে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

নতুন বিধানসভা গঠিত হওয়ার পরে নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসেননি নিশীথ-জগন্নাথ। তখন রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছিল তাঁরা কেউই সাংসদ পদ ছাড়তে ইচ্ছুক নন। কেননা বিধায়ক অপেক্ষা সাংসদ পদে বেশি আর্থিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়। যদিও দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, এলাকায় ব্যস্ততার জন্য বিধানসভায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি ওঁরা দু'জন। পরে ওঁরা শপথ নেবেন।

সূত্রের খবর, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছিল নিশীথ ও জগন্নাথ দুইজনই বিধায়ক হিসাবেই শপথ নিয়ে বিধানসভায় বিরোধী বেঞ্চকে শক্তপোক্ত করে তুলুক। সামগ্রিক ভাবে জেলা বা মহকুমার ওপর দলের লাগাম ধরে রাখা যায়। তাই তাঁরা তা ছাড়তে নারাজ ছিলেন। যদিও মঙ্গলবার এ ব্যাপারে জগন্নাথবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "নেতৃত্বের আশা ছিল এ রাজ্যে পালাবদল হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য প্রার্থী করা হয়েছিল। কিন্তু দল ক্ষমতায় আসতে পায়েনি। তাই আমরা দলের সম্মতিক্রমেই আর শপথ নিইনি। এখানে এমন নয় যে দল চাইছে আমরা পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী সদস্য হিসাবে থাকি আর আমরা চাইছি না।

এর বাইরেও রয়েছে আলাদা হিসাব। একুশের ভোটযুদ্ধে দিনহাটা থেকে নিশীথবাবু মাত্র ৫৭ ভোটে জয়ী হয়েছেন। আবার জগন্নাথবাবু জয়ী হয়েছেন প্রায় ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে। তাঁরা বিধায়ক পদ ছেড়ে দিলে ওই দুই আসনে উপনির্বাচন হবে। কিন্তু তাতে যে বিজেপিই জয়ী হবে এমন কথা জোর দিয়ে কেউই বলতে পারবে না। কেন একে তো মূল ভোটযুদ্ধে তৃণমূল জিতেছে, তারপর এই রাজ্যে উপনির্বাচনে শাসকের পরাজয়ের নজীর খুবই কম আছে। তাই উপনির্বাচনে এই দুই আসনেই তৃণমূল জিতে যেতে পারে। কিন্তু নিশীথবাবুর কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র ও জগন্নাথবাবুর রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে এবারেও এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। উপনির্বাচন হলেও বিজেপি সেখানে লড়াই করার মতো জায়গায় রয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছিলেন নিশীথ ও জগন্নাথ বিধায়ক পদ ধরে রেখে সাংসদ পদ ছেড়ে দিক। তাতে ৪টি আসনই ধরে রাখা যাবে।

খুব শীঘ্রই কোচবিহার জেলার দিনহাটা ও নদিয়া জেলার শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন নিশীথ প্রামাণিক ও জগন্নাথ সরকার। এর ফলে রাজ্যের শাসক দলের আসন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও অনেকটাই বেড়ে গেল। কেননা প্রার্থীদের মৃত্যু হওয়ার কারনে মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করে দিয়েছিল কমিশন। সেই দুই আসনে ভোট হলে তৃণমূলের জেতার সম্ভাবনাই বেশি। আবার খড়দহে তৃণমূল জিতলেও সেখানে মারা গিয়েছে বিজয়ী প্রার্থী। সেখানেও ভোট হলে তৃণমূলের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি। এর সঙ্গে যোগ হতে চলেছে দিনহাটা ও শান্তিপুর। এই দুই আসনেও শাসক দল জিতে যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে রাজ্যের ৫টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ভোটের কাঠি পড়েই গেল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, যবেই ভোট হোক না কেন তার জেরে তৃণমূলের আসন যেমন বাড়তে চলেছে তেমনি আসন কমতে চলেছে বিজেপিরও।

বিজেপি যুবমোর্চার উদ্যোগে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেনিটাইজ কর্মসূচি পালন করা হয়। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিমন্তবিশ্বের, করোনা প্রতিরোধে কঠোর সরকার

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : জনতা ভবনে হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে আজ মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সারবত্তা আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দিয়েছেন মন্ত্রী কেশব মহন্ত।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী কেশব মহন্ত জানান, প্রতি বুধবার রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া অতি শীঘ্র এক লক্ষ সরকারি পদে চাকরি দেবে নয়া সরকার। তার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে এই কমিটি। একমাসের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রতিবেদন দাখিল করবে ক্যাবিনেট। তিনি জানান, মাইক্রো ফিনান্সের ক্ষেত্রে মোট অর্থের পরিমাণ, ঋণ পরিশোধের খাতিয়ান তৈরি করতে মন্ত্রী অশোক সিংঘলকে চেয়ারম্যান করে গঠন করা হয়েছে একটি কমিটি। যত শীঘ্র সম্ভব কমিটি এ ব্যাপারে খতিয়ান সংবলিত রিপোর্ট দেবে। এছাড়া ১৫ দিন পর যদি ব্যবস্থাগুলি গ্রহণযোগ্য হয় তা-হলে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে সংশ্লিষ্টদের।

কোভিড সংক্রমণ সম্পর্কে মন্ত্রী কেশব জানান, এই সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার প্রতিরোধে আগামীকাল কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সিদ্ধান্তগুলি আগামীকাল মুখ্যসচিব এবং ডিজিপি ঘোষণা করবেন এবং সেগুলি কার্যকর হবে আগামী পরশু বৃহস্পতিবার থেকে। এ ব্যাপারে তদারকি করতে প্রত্যেক মন্ত্রীকে দুটি করে জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পরবর্তী ক্যাবিনেটে প্যাকেজ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত আজকের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দাওয়াই

● প্রথম পাতার পর

সৃষ্টি করে চলেছে। তাছাড়া পুর নাগরিকদের একাংশের দায়িত্বহীন মনোভাব সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে এখনই সম্পূর্ণ লকডাউনের মাধ্যমে করোনার শৃঙ্খল কিছুটা হলেও ভাঙা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য, প্রশাসনিক ভাবে এই পথে পা বাড়ানো অনেকটাই ঝুকিপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। কারণ, লকডাউনের মাধ্যমে পুরবাসীকে ঘরে রাখা আবদ্ধ রাখা সম্ভব হলেও সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরী করা প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। অন্তত অতীত অভিজ্ঞতা প্রশাসনকে গভীর চিন্তায় ফেলেছে। তবে, আগামীকাল প্রাথমিকভাবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক সম্ভবত পুর নিগম এলাকায় দুইটি ওয়ার্ডে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা দিতে পারেন।

দৈনিক

● প্রথম পাতার পর

জন (১.০৯ শতাংশ)। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ১৫ হাজার ২২১ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ০৮২ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৯০,২৭,৩০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮২.৭৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৭ কোটি ২৭ লক্ষ ১০ হাজার ০৬৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৫,০৩,৭৫৬ জনকে।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

দুরত্ব বজায় রেখে এবার এই উৎসব পালিত হোক কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুসারে। কোভিড-বিধি যথাযথ মেনে সর্তকতার সাথে সামাজিক দূরত্ব রেখে এই উৎসব পালনের জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। রমজানের পবিত্র দোয়া যাতে সুস্থ ও সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারে সেটাই হোক ঈদ-উল-ফিতর উদযাপনের প্রার্থনা। আমি রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুস্থতা ও নিয়ন্ত্রিত গতিযুক্ত জীবন প্রত্যাশা করছি।

শুনানি

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত ঘটনার সময় বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইচ্ছক ব্যক্তিদের তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়েছে। তদন্ত কমিটির সদস্য কিরণ গিত্যে, সচিব, ত্রিপুরা সরকার এক বি'প্তিতে জানিয়েছেন আগামী ১৫ মে, ২০২১ সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ইচ্ছক ব্যক্তিগণ উপস্থিত থেকে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।

সংক্রমিত

● প্রথম পাতার পর

জন, দক্ষিন জেলায় ৩৯ জন, গোমতি জেলায় ১৪ জন, ধলাই জেলায় ২৯ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৬ জন, উনকোটি জেলায় ২৮ জন এবং খোয়াই জেলায় ৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে, দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

এ মুহূর্তে ভারত ফেরত প্রচুর বাংলাদেশি নাগরিক প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রয়েছেন। ফলে স্থান সংকুলান সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে, ঈদের পর ওই সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কুমার দেব দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসব

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে দুজনই সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে। শিশুটির ওজন এক কেজি ৮০০ গ্রাম।

রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় সাংবাদিকদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ মে।। ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি খোয়াই জেলা কমিটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে মাক্স এবং সাবান বিতরণ করেন মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ। এদিনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেডক্রস সোসাইটির খোয়াই জেলার চেয়ারম্যান হরি শংকর পাল। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেডক্রস সোসাইটির খোয়াই জেলার সম্পাদক তপন নম: দাস সহ অন্যান্য সদস্যরা সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেসক্লাবের সম্পাদক পার্থ সারথি রায়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে করোনা পরিস্থিতির কালীন তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কর্মরত সাংবাদিকদের হাতে মাক্স এবং সাবান তুলে দেন সোসাইটির চেয়ারম্যান হরি শংকর পাল। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির খোয়াই জেলার চেয়ারম্যান হরি শংকর পাল বলেন, স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ সহ সাংবাদিকরা করুণা ভয়াবহ পরিস্থিতি কালে প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি এও বলেন, রেডক্রস সোসাইটি বিপর্যয় কালে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে থাকেন। সাংবাদিকদের মধ্যে মাক্স এবং সাবান বিতরণ করতে পেরে অত্যন্ত খুশি বলে মত ব্যক্ত করেন।

পরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কার্যালয়, তেলিয়ামুড়া থানা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কর্মরত আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে মাক্স এবং সাবান তুলে দেন। সংবাদে জানা যায় প্রায় ১০০ জনের মধ্যে মাক্স এবং সাবান বিতরণ করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রাক্তন শিক্ষকের মৃত্যুতে খিলপাড়া এলাকায় শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ মে।। কোভিড ফ্রি হয়ে (করোনা নেগেটিভ) না ফেরার দেশে চলে গেলেন খিলপাড়া বাজার সংলগ্ন খিলপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রাক্তন টিচার ইনচার্জ সুশংকর দত্ত। বয়স ৮৬ , ছিয়াশি বছর হলেও বার্ধক্য ওনাকে কাবু করতে পারেনি, সহ প্রতি ঋত্বিক হওয়ার সুবাদে দীর্ঘ বছর নিরামিষ খেতেন। গত উনিশ দিন আগে ২৩শে এপ্রিল হঠাৎ রাত আনুমানিক এগারোটার সময় সুশংকর দত্ত মহাশয়কে আগরতলা আই এল এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কোভিড পজেটিভ হন। আই এল এস হাসপাতালেই চিকিৎসা করে করোনা নেগেটিভ হয়ে যাওয়ার পর বার্ধক্য এসে চেপে ধরে এবং ব্লাড প্রেসার ডাউন, সুগার ডাউন, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা সহ বার্ধক্য জনিত নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পরেন।

আই এল এস হাসপাতালের চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ দুপুর আনুমানিক সাড়ে বারোটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে অগণিত ছাত্র /ছাত্রী , আত্মীয় স্বজন , স্ত্রী, দুই পুত্র সুমিত ও শেখর , চার মেয়ে- মিতা-রীতা-নীতিন - শুক্লা, তিন নাতি পাঁচ নাতনি সহ অগণিত দীক্ষার্থী ও গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখলে উনি আজীবন বাম বিরোধী আন্দোলনের একজন সৈনিক ছিলেন। স্বাধীনতার পর ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস ত্রিশ বছর শাসন করলেও খিলপাড়া গ্রামে কংগ্রেস ভবন করার মতো এক ইঞ্চি জমিও তৎকালিন কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্রয় করতে সমর্থ হয়নি। ১৯৭৮-১৯৮৮ইং এবং ১৯৯৩ইং সাল থেকে টানা ২০১৮ ইং পর্যন্ত বাম আমলে কংগ্রেস কর্মী, সমর্থক ও নেতৃত্বের বসে আলোচনা করা বা বসে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করার মতো কোন জায়গা ছিলো না। সেই সময় কংগ্রেস কর্মী, সমর্থক ও নেতৃত্বের জন্য ত্রাতার ভূমিকা পালন করে ছিলেন একমাত্র সদ্য প্রয়াত সুশংকর দত্ত। ২০১৮ সালের আগে থেকেই বর্তমান শাসক বিজেপি দলে যখন এক এক করে সবাই কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে নাম লেখাতে শুরু করেন ,তখনও ত্রাতার ভূমিকা পালন করেন সদ্য প্রয়াত সুশংকর দত্ত। ২০১৮ সাল থেকে ওনার নিজস্ব জায়গায় কংগ্রেস ভবনের পরিবর্তে বিজেপির কার্যালয় হিসেবে স্থান করে নেয়।এই হিসেবে উনি বিজেপিরও খিলপাড়া এলাকার ত্রাতার ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘ বছর বাম বিরোধীদের বসার জায়গা দিলেও একটাকা ঘর ভাড়া নেননি বা কোন দিন দাবিও করেন নি এই জন্যই বাম বিরোধী সৈনিক বলে আখ্যায়িত করেছেন খিলপাড়া এলাকার মানুষ ।

ওনার মৃত্যুতে এলাকাবাসী হারালো একদিকে একজন রাজনৈতিক উপদেষ্টা অন্য দিকে একজন এলাকার অভিভাবককে। ওনার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করে শত শত গুণমুগ্ধ প্রয়ানের বাড়িতে এসে শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন। ওনার প্রয়ানে খিলপাড়া তথা উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটি তিরুপতির হাসপাতালে মৃত্যু ১১ জন রোগীর

তিরুপতি, ১১ মে (হি.স.): অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটির কারণে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতির একটি হাসপাতালে প্রাণ হারালেন ১১ জন রোগী। প্রত্যেকেই কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন। তিরুপতির এসভিআর রুইয়া সরকারি হাসপাতালের ঘটনা। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি। দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন রেড্ডি। চিত্তোরের জেলাশাসক হরিনারায়ণ জানিয়েছেন, সোমবার রাতে অক্সিজেন সরবরাহে বিপত্তির কারণে তিরুপতির এসভিআর রুইয়া সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ১১ জন রোগীর।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যই অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে গিয়েছে বিয়োগান্তক ঘটনা। যদিও, মৃত রোগীর পরিজনরা দাবি করেছেন, প্রায় ২৫ মিনিট অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ ছিল। জেলাশাসক হরিনারায়ণ জানিয়েছেন, সোমবার রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহে ত্রুটির কারণে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে থাকা কয়েকজন কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ৫ মিনিটের ব্যবধানে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। অক্সিজেন ট্যাঙ্কার আসার পর পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। ভয়ের কোনও কারণ নেই, বাকিরা সকলেই সুরক্ষিত আছেন।'

ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল ও ডিজেল

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধিতে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে জ্বালানি তেল। মঙ্গলবার ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। কলকাতায় মঙ্গলবার ০.২৬ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.৩০ বেড়েছে ডিজেলের দামউ ০.২৬ পয়সা বেড়ে মঙ্গলবার কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ৯১.৯২ টাকায় পৌঁছেছে এবং ০.৩০ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম হল ৮৫.২০ টাকা। শুধুমাত্র কলকাতা নয়, একই অবস্থায় দেশের অন্যান্য শহরেওউ দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৯১.৮০ টাকা প্রতি লিটার (০.২৭ পয়সা বৃদ্ধি) এবং ৮২.৩৬ টাকা প্রতি লিটার (০.৩০ পয়সা বৃদ্ধি)উ পাশাপাশি মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে হল, যথাক্রমে ৯৮.১২ টাকা (০.২৬ পয়সা বৃদ্ধি) প্রতি লিটার এবং ৮৯.৪৮ টাকা (০.৩১ পয়সা বৃদ্ধি) প্রতি লিটার। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েহয়েছে, যথাক্রমে ৯৩.৬২ টাকা (০.২৪ পয়সা বৃদ্ধি) প্রতি লিটার এবং ৮৭.২৫ টাকা (০.২৯ পয়সা বৃদ্ধি) প্রতি লিটার।

মার্কিন মুলুকে বৃহস্পতিবার থেকেই ১২- ১৫ বছর বয়সী শিশুরা পাবে করোনা টিকা

ওয়াশিংটন, ১১ মে (হি. স.) : মার্কিন মুলুকে বৃহস্পতিবার থেকেই ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের দেওয়া হবে করোনা টিকা। ইতিমধ্যেই বাইডেন প্রশাসন শিশুদের জন্য ফাইজার এবং বায়োএনটেক উদ্ভাবিত করোনা টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। মূলত শিশুরা যাতে দ্রুত বিদ্যালয়ে ফিরতে পারে এবং স্বাভাবিক পড়াশোনা করতে পারে তার জন্যই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মারণ ভাইরাসের তাণ্ডবে গত এক বছরের বেশি সময় ধরে মার্কিন মুলুকে স্বাভাবিক পঠনপাঠন জোর ধাক্কা খেয়েছে। তবে সেই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে বেশ কয়েকটি জায়গায় অনলাইন ক্লাস চালু হয়েছে। কিন্তু শিশুদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে আর অপেক্ষা করতে রাজি নয় বাইডেন প্রশাসন। শিশুরা যাতে দ্রুত করোনা টিকা পায় তা নিশ্চিত করতে অঙ্গরাজ্যগুলির গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন গন্ডছাড়ার এক আইসিডিএস কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। গন্ডাছড়া গ্রামীন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বিপাকে পড়েছেন এক আইসিডিএস কর্মী। ঋণের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে না পেরে অসহায় পরিবার গ্রামীণ ব্যাংকের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে শত চেষ্টার পরও লোন পরিশোধ করতে না পেরে এখন আত্মহত্যা ছাড়া কোন পথ নেই গন্ডাছড়া নারায়নপুর এলাকার বাসিন্দা আইসিডিএস ওয়ার্কার পদ্মাবতী দাসের। তিনি আজ সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের সামনে এমনটাই জানান। পাশাপাশি ঘটনার পুরো বিবরন দিয়ে জানান ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক গন্ডাছড়া শাখা থেকে ৩লক্ষ টাকা স্বাবলম্বন প্রকল্পে লোন নেন। এর মধ্যে ৭৫হাজার টাকা সাবসেডি রয়েছে। লোন নেবার পর থেকে প্রতি মাসে ওনার সেলারি একাউন্ট থেকে ৩৫০০ টাকা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে। তিনি একটা পরিসংখ্যান করে দেখেছেন এখন পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। এদিকে আজ তিনি ব্যাঙ্ক থেকে এপ্রিল মাসের বেতনের টাকা তুলতে গিয়ে দেখেন বেতনের পুরো টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। এরপরই তিনি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে লোনের আপডেট জানতে চাইলে প্রথমে তথ্য দিতে অস্বাকীর করে। এমনকি ওনার সাথে দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য ওনাকে বলা হয়েছে লোনের আরো ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা বাকী রয়েছে। এই কথা শুনে আইসিডিএস কর্মী পদ্মাবতী দাস এক প্রকার অসহায় হয়ে পড়ে। বিষয়টি দেখার জন্য তিনি ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কের হেড অফিস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। নতুবা ওনার আত্মহত্যা ছাড়া কোন পথ নেই বলে জানান। এখন দেখার বিষয় গ্রামীণ ব্যাংক উর্দতন কর্তৃপক্ষ কি ব্যবসা গ্রহন করেন। সে দিকে তাকিয়ে আছে অসহায় পদ্মাবতীর পরিবার।

সুস্থতা বাড়ছে ব্রাজিলে, ১,০১৮ বেড়ে মোট মৃত্যু ৪.২৩-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ১১ মে (হি.স.): ব্রাজিলে আরও নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু ১, ০১৮ জনের, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৯,২৪০ জন। ফলে এযাবৎ ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ২৩ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ১,০১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৪৩৬-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা কমছে, একইসঙ্গে সুস্থতার হার বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ২৯,২৪০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৫,২১৪,০৩০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৩,৭৫৯,১২৫ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,৩১,৪৬৯ জন।

আগরতলায় কোভিড-১৯ এন্টিজেন টেস্ট করা হয়। ছবি নিজস্ব।

শ্রীলঙ্কা সফরে অধিনায়কের দৌড়ে তিন জন

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে ইংল্যান্ড যাবে ভারতীয় দল। এই সময় শ্রীলঙ্কা সফরে পাঠানো হবে সম্পূর্ণ নতুন এক ভারতীয় দল। এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে এই দলের বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতে এই দলের অধিনায়ক নিয়ে উঠে আসছে সম্ভাব্য তিনটি নাম। তাঁরা হলেন শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল ও ভুবনেশ্বর কুমার।

সৌরভ বলেন, "জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কায় টি২০ এবং একদিনের সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল। সাদা বলের ক্রিকেটের কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ আলাদা একটা দল তৈরি করা হবে।" সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কিন্তু তিনি টেস্ট দলের সদস্য হিসেবে ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ায় শ্রীলঙ্কায় নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। এই অবস্থায় শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে উঠে আসা প্রথম নামটি শিখর ধাওয়ানের। সিনিয়র ক্রিকেটারদের প্রায় সকলেই টেস্ট দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড উড়ে যাবেন। তবে দেশে থাকছেন শিখর ধাওয়ান। সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিত সদস্য তিনি। ছন্দে ছিলেন আইপিএল-এও। প্রতিযোগিতা স্থগিত হওয়ার আগে ৮ ম্যাচে ৩৮০ রান করে কমলা টুপি তাঁরই দখলে। ২০১৮ সালে এশিয়া কাপে সহ-অধিনায়ক ছিলেন তিনি। ১৪২টি একদিনের এবং ৬৫টি টি২০ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। দ্বিতীয় নামটি লোকেশ রাহুলের। ইংল্যান্ডে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে তাঁর। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না ওঠায় এখনও পাকাপাকি ভাবে দলে জায়গা পাননি। ইংল্যান্ড সফরে যদি তাঁকে না পাওয়া যায় তবে শ্রীলঙ্কা সফরের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন বলাই যায়। সে ক্ষেত্রে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে পারেন তিনি। আইপিএল-এ পঞ্জাব কিংসকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। গত বছর অস্ট্রেলিয়া সফরে সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিত শর্মা না থাকায় তিনিই ছিলেন ভারতের সহ-অধিনায়ক। এই তালিকায় আছেণ ভুবনেশ্বর কুমারও। ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিতে পারেন তিনিও। সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের হয়ে ১৬৫টি ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভুবনেশ্বর। ২০১৯ সালের আইপিএল-এ সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে বেশ কিছু ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

"অন্য দেশের কোভিড বিধি ভেঙো না", ভারতের শ্যুটিং টিমকে সতর্ক করলেন কিরেণ রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): ভারতের শ্যুটিং টিমকে অন্যদেশের করোনা বিধি মেনে চলার আবেদন জানালেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। করোনার বিধি ভাঙার অভিযোগে সফররত বেঙ্গালুরু এফসি-এর ফুটবল টিমকে মলদ্বীপ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। যে কারনেই বিশেষ করে মঙ্গলবার ক্রোয়েশিয়ার জাগরেবের উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়া শ্যুটিং টিমকে অন্যদেশের করোনা বিধি মেনে চলার আবেদন জানালেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ঠিক আগেই ক্রোয়েশিয়ার জাগরেবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে চলেছেন ভারতীয় শ্যুটাররা। আসলে অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি সারতেই এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্রোয়েশিয়া থেকেই সরাসরি টোকিয়োতে উড়ে যাবে ১৫ জনের দল। জাগরেবে এই টুর্নামেন্টটি চলবে ২০ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত। টোকিয়ো যাওয়ার সব ব্যবস্থা করছে ক্রোয়েশিয়া শ্যুটিং ফেডারেশন। এর জন্য মঙ্গলবার ক্রোয়েশিয়ার জাগরেবের উদ্দেশ্যে উড়ে গেল শ্যুটিং টিম। এই ভারতীয় দলের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর টুইট, 'সেফ জার্নি! অন্য দেশের কোভিড বিধি কেউ ভেঙো না। ট্রেনিংয়ে মনোসংযোগ করো, নিজেদের খেয়াল রেখো এবং সাবধানে থেকো। সব অ্যাথলিট এবং কোচেদের আমরা আমাদের সাধ্যমতো সহযোগীতা করব। অল দ্য বেস্ট।' প্রসঙ্গত, মলদ্বীপে এএফসি কাপ খেলতে গিয়ে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে কোভিড বিধি ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। রবিবারই এই ঘটনাটি ঘটেছে। যে কারণে সুনীল ছেত্রীদের মলদ্বীপ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি গোটা দেশের কাছে চূড়ান্ত অসম্মানের। আর এই ঘটনার কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত শ্যুটিং টিমকে সতর্ক করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী।

করোনা মোকাবিলায় প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবেন আনন্দ সহ ৫ ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার

চেন্নাই, ১১ মে (হি.স.): করোনা মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ সঙ্গে থাকবেন ভারতের চার গ্র্যান্ডমাস্টার । কোভিড রিলিফে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবেন বিশ্বনাথন আনন্দ, কোনেরু হাম্পি, দ্রোণাভালি হারিকা, নিহাল সারিন এবং প্রজ্ঞানন্দ রমেশবাবু। বৃহস্পতিবার অনলাইনে এই প্রদর্শনী ম্যাচের প্রধান উদ্যোগ নিয়েছে রেড ক্রস ইন্ডিয়া এবং চেকমেট কোভিড। আনন্দ এবং আর ৪ ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবেন। সেখান থেকে যা অর্থ উঠবে তা পুরোটাই দেওয়া হবে কোভিড রিলিফ ফান্ডে।

চেস ডট কমের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে এই প্রতিযোগিতায়, বিশ্বনাথন আনন্দ সহ ভারতীয় চার গ্র্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাবেন দাবাড়ুরা। এর জন্য ইচ্ছুক দাবাড়ুকে অনলাইনে টাকাও জমা দিতে হবে। যদি কোনও প্রতিযোগি বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে খেলতে চান তাঁকে দিতে হবে ১৫০ ডলার। এবং কোনও প্রতিযোগি যদি বাকি চার গ্র্যান্ডমাস্টার কোনেরু হাম্পি, দ্রোনাভালি হারিকা, নিহাল সারিন, পি. রামেশবাবুর মধ্যে যে কোনও এক জনের সঙ্গে খেলতে চান সেক্ষেত্রে তাঁদের দিতে হবে ২৫ ডলার। ১৩ই মে বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৭টা৩০ মিনিট থেকে এই প্রতিযোগিতার শুরু হবে। প্রতিযোগিতার হোস্ট করবেন ড্যানি রেনচ ও সময় রায়না। প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত সব টাকা তুলে দেওয়া হবে ভারতে কোভিড রিলিফ ফান্ডের সঙ্গে যুক্ত সংস্থার হাতে।

প্রতিযোগিতা নিয়ে আনন্দ জানিয়েছেন, 'আমরা প্রত্যেকেই জানি ভারত কোভিডের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করছে। এই সময় আমরা কোনও না কোনও ভাবে এর সঙ্গে সংক্রমিত হয়ে পড়ছি। এটা ভারতের কোভিড রিলিফের পাশে থাকার সময়। আপনারা ভারতের কিছু সেরা গ্র্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাবেন, এবং চেস ডটকমের মাধ্যমে নিজের অনুদান তুলে দিতে পারবেন। এতে অংশ নেওয়ার জন্য দয়া করে সাইনআপ করুন। এটা আমাদের চেসের পরিবারের তরফ থেকে একটা ছোট অবদান হবে মাত্র।'-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বন্ধ হয়ে যেতে পারে রোনাল্ডোর ফুটবল খেলা

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সামনে বড় বিপদের আশঙ্কা। ইউরোপিয়ান সুপার লিগ থেকে জুভেন্তাস নাম না সরালে সেরি এ থেকেও বাদ পড়তে পারে ইতালির এই ক্লাব। এমনই হুমকি দিয়ে রাখলেন ইতালির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি গ্যাব্রিয়াল গ্রাভিনা। সুপার লিগে যোগ দেওয়া ১২টি ক্লাবের মধ্যে ছিল জুভেন্তাস। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ৬টি ক্লাব ইতিমধ্যেই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। ইতালির এসি মিলান এবং ইন্টার মিলান প্রথমে যোগ দিলেও, সরে গিয়েছে তারা। ইতালির একমাত্র ক্লাব হিসেবে সুপার লিগে রয়ে গিয়েছে রোনাল্ডোর জুভেন্তাস। গ্রাভিনা বলেন, "জুভেন্তাস নিয়ম না মানলে ওদের বাদ দিতেই হবে। পরের সেরি এ-তে নথিভুক্ত করার আগে জুভেন্তাস সুপার লিগ না ছাড়লে ওদের বাদ দিয়েই হবে ইতালির লিগ।"সুপার লিগের দলগুলোকে হুমকি দেওয়ার জন্য শনিবার জুভেন্তাস, বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদ উয়েফার সমালোচনা করে। সেখানে তারা লেখে, 'তৃতীয় শক্তির প্রভাবে সুপার লিগের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাবগুলোকে ভুগতে হচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। ১২টি ক্লাব মিলে সুপার লিগ তৈরি করে ফুটবল বিশ্বের অস্থিতিশিল অবস্থার সমাধান করতে চেয়েছিল। ফিফা এবং উয়েফার কাছে অনুরোধ তারা যেন এমন কোনও সিদ্ধান্ত না নেয় যা ক্লাবের ক্ষতি করতে পারে'।উয়েফা আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে সুপার লিগের সঙ্গে যুক্ত ক্লাবগুলো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে পারবে না। ইতালির লিগেও খেলতে না পারলে মুশকিলে পড়বেন রোনাল্ডোরা। তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে সেই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

ফের পজিটিভ মাইক হাসির করোনা রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): ফের পজিটিভ হয়ে গেল মাইক হাসির করোনা পরীক্ষার ফল। সম্প্রতি চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসির করোনা পরীক্ষার রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছিল। স্বস্তি পেয়েছিল প্রত্যেকেই। কিন্তু মঙ্গলবারই পুরো চিত্রটাই আবার বদলে গেল। ফের করোনার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় একেবারেই মুষড়ে পড়েছেন হাসি। শুক্রবারই চেন্নাই টিমের সিইও কাশি বিশ্বনাথন জানিয়েছিলেন, করোনা টেস্টের প্রথম রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে মাইক হাসির। তবে শুধু প্রথম রিপোর্ট নেগেটিভ এলে চলবে না, দ্বিতীয় রিপোর্টও নেগেটিভ আসতে হবে। তার পরে মলদ্বীপে অস্ট্রেলিয়ার বাকি সদস্যদের কাছে উড়ে যেতে পারবেন হাসি। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্ট ফের পজিটিভ আসে।

মাইক হাসির করোনা লক্ষণ সে ভাবে নেই। তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন বলেই জানানো হয়েছিল সিএসকে-এর তরফে। কিন্তু ফের করোনার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় একেবারেই মুষড়ে পড়েছেন হাসি। দ্বিতীয় রিপোর্ট পজিটিভ না এলে তিনি মলদ্বীপে বাকি অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে চলে যেতে পারতেন। শুধু মাইক হাসি একা নন, চেন্নাইয়ের বোলিং কোচ লক্ষ্মীপতি বালাজিও করোনায় আক্রান্ত। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ঋদ্ধিমান সাহা এবং তার পরে দিল্লি ক্যাপিটালসের অমিত মিশ্র করোনায় আক্রান্ত হন। সবার আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বরুণ চক্রবর্তী এবং সন্দীপ ওয়ারিয়র করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর পরেই আইপিএল স্থগিত করে দিতে বাধ্য হয়েছিল বিসিসিআই।

করোনা আতঙ্কে নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন কিছু ভারতীয় ক্রিকেটার: জেমস প্যামেন্ট

অকল্যান্ড, ১১ মে (হি.স.): আইপিএলের মাঝে করোনা হানা দেওয়ায় কিছু ভারতীয় ক্রিকেটার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তাঁরা নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। আইপিএল বন্ধ হওয়ার পিছনে এটাও একটি বড় কারণ। নিজের দেশ নিউজিল্যান্ডে ফিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফিল্ডিং কোচ জেমস প্যামেন্ট।

করোনা করোনা পরিস্থিতিতে আইইপিএল আয়োজন করে ধাক্কা খেয়েছে বিসিসিআই। বায়ো-বাবল ভেঙে পড়ায় মাঝপথেই স্থগিত হয়ে গিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ। এবিষয়ে দেশে ফিরেই নতুন তথ্য সামনে আনলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফিল্ডিং কোচ জেমস প্যামেন্ট। তিনি অকল্যান্ডের সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'আইপিএলের মাঝে করোনা হানা দেওয়ায় কিছু ভারতীয় ক্রিকেটার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তবে জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে আমরা সুরক্ষিতই বোধ করছিলাম। কিন্তু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মা সহ একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারই এতটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, ওরা সেই জৈব সুরক্ষা বলয় থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল।' এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেছেন, 'আমরা কিন্তু তখন দেশে ফেরার কথা ভাবিইনি। কারণ আমাদের মনে হয়েছিল, এই পরিস্থিতিতে বলয়ের মধ্যে থাকলেই সুরক্ষিত থাকব।'

জেমস প্যামেন্ট আরও বলেছেন, 'আসলে অনেক ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে তাদের পরিবার ছিল। যে কারণে অন্য দলের ক্রিকেটাররা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরে ওদের পরিবার রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকতে কেউ রাজি হচ্ছিল না। আইপিএল স্থগিত হয়ে য়াওয়ার পিছনে এটাও একটা বড় কারণ।' কলকাতা নাইট রাইডার্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, চেন্নাই সুপার কিংসের প্লেয়ার এবং সার্পোর্ট স্টাফেরা করোনায় আক্রান্ত হলেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে কিন্তু করোনার কোনও প্রভাব পড়েনি। তবু জেমস প্যামেন্টের কথা অনুযায়ী রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

কেকেআর তারকা জাতীয় দলে নেই কেন

কুলদীপ যাদবকে ইংল্যান্ড সফরে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল টিম ইন্ডিয়ার। এমনটাই মনে করছেন স্বয়ং রাহুল দ্রাবিড়। প্রথমে ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, তারপরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের লম্বা সিরিজ- টানা ছয় টেস্টের জন্যই ২০ জনের জাম্বো স্কোয়াড ঘোষণা করেছে টিম ইন্ডিয়া। গত সপ্তাহে ঘোষিত সেই স্কোয়াডেই রাখা হয়নি হার্দিক পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদবদের মত পরিচিত মুখকে। আর এতেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কিংবদন্তি দ্রাবিড়। জাতীয় দলের একসময়ের মিস্টার ওয়াল জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডে ভারতের জয়ের সম্ভবনা রয়েছে। তবে সেই স্কোয়াড থেকে কুলদীপের বাদ পড়া মানতে পারছেন না তিনি। ২০১৯-এর বিশ্বকাপের পর থেকেই জাতীয় দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন তারকা চায়নাম্যান স্পিনার।আর এই কুলদীপের বাদ পড়া নিয়েই মন্তব্য করতে গিয়ে দ্রাবিড় বলেছেন, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের কারণেই হয়ত বাদ দেওয়া হয়েছে কুলদীপকে। আর অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরদের দ্রুত গতিতে উত্থানে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন কুলদীপ।এক ওয়াবিনারে দ্রাবিড় বলেন, "ভারসাম্যযুক্ত দলই গড়া হয়েছে। ২০ জনের দল একদম ঠিকঠাক। তবে কুলদীপকে নেওয়া যেতে পারত। সাম্প্রতিককালে ও কিছুটা অবশ্য পিছিয়ে পড়ছে। আর অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দররা যা পারফর্ম করছেন, তাতে নির্বাচকদের দল গঠন থেকেই পরিষ্কার।"কানপুরের তারকা স্পিনার কুলদীপের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। ৫৭ রানের বিনিময়ে দখল করেছিলেন ৫ উইকেট। গত ফেব্রুয়ারিতেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চিপকে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। প্রথম ইনিংসে উইকেটশূন্য থাকার পরে দ্বিতীয় ইনিংসে জোড়া উইকেট শিকার করেন তিনি।দ্রাবিড় জানাচ্ছেন, "ব্যাট হাতে অশ্বিন-জাদেজা দলের ভারসাম্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর অক্ষর প্যাটেল, আর ওয়াশিংটন সুন্দর ওদের যথাযথ বিকল্প। ব্যাটিংয়ে সাফল্যের পাশাপাশি চারজনের ফিঙ্গার স্পিনার। ওঁরা দেশ ছাড়ার আগেই ঠিক করে নিয়েছে প্রথম একাদশে কাদের খেলাবে।

সোমবারই ফের আক্রান্ত ধোনিদের ব্যাটিং কোচ

সুস্থ হয়েও ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন মাইক হাসি। শনিবার কোভিড রিপোর্টে করোনা ধরা না পড়লেও সোমবারই চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটিং প্রশিক্ষকের কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ফলে এখনই অস্ট্রেলিয়া ফেরা হচ্ছে না তাঁর।নিয়ম অনুযায়ী, তিনটি কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ হলে তবেই দেশে ফেরত যেতে পারবেন প্রাক্তন অজি তরকা। প্রথম রিপোর্টে করোনা ধরা না পড়লেও দ্বিতীয় রিপোর্টে করোনা ধরা পড়ায় চেন্নাইতেই থেকে যেতে হবে তাঁকে।আমদাবাদ থেকে বিশেষ বিমানে করোনা আক্রান্ত হাসি ও লক্ষীপতি বালাজিকে চেন্নাই নিয়ে যায় সিএসকে। এই নিয়েও বিতর্ক দানা বাঁধে। আইপিএল-এর সঙ্গে যুক্ত বাকি অস্ট্রেলিয়রা মলদ্বীপে পৌঁছে নিভৃতবাস কাটাচ্ছেন। সেখান থেকেই অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দেবেন তাঁরা। হাসি কিছুদিন আগেই নিজের দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি বিশ্রাম নিচ্ছি, কিছুটা ভাল আছি। সিএসকে-র কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পাকিস্তান ক্রিকেটে অবাক দৃশ্য

পাকিস্তান ক্রিকেটে অভূতপূর্ব দৃশ্য। ভাইকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন দাদা। শৃঙ্খলা ভাঙার দায়ে উমর আকমলকে তিন বছর নির্বাসনের পাশাপাশি বড় অঙ্কের জরিমানা করেছিল পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড। ৩৬ মাস থেকে কমিয়ে নির্বাসন ১৮ মাসের করা হলেও জরিমানার ৪২.৫ লক্ষ টাকা দিতে পারছিলেন না উমর। তাঁকেই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন দাদা কামরান। বোর্ডকে জরিমানার টাকা দিলে তবেই রিহ্যাবে যোগ দিতে পারতেন উমর। বোর্ডকে আবেদনও করেছিলেন যে, তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তাই জরিমানার টাকা কিস্তিতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু বোর্ডের তরফে তা পাত্তা দেওয়া হয়নি। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে কামরান টাকা দিয়ে দিলেই রিহ্যাবে যোগ দিতে পারবেন উমর। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতেও সমস্যা থাকবে না। কামরান বলেছেন, "ভাইয়ের জন্য আমি জরিমানার টাকা দিতে রাজি। পিসিবি-কে অনুরোধ, পিএসএল থেকে আমার যা বকেয়া রয়েছে সেখান থেকে ভাইয়ের জরিমানার টাকা কেটে নেওয়া হোক। এখন আমার কাছে টাকা বড় কথা নয়।

সুরক্ষিত থাকতে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের ও টি-২০টি সিরিজ একই মাঠে আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা

কলম্ব, ১১ মে (হি.স.): ভারতের বিরুদ্ধে দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ আয়োজনে বাড়তি সতর্ক শ্রীলঙ্কা। আইপিএল ভেস্তে যাওয়া থেকে শিক্ষা নিয়েই বায়ো-বাবল সুরক্ষিত রাখতে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের ও টি-২০টি সিরিজের সব ম্যাচ একই মাঠে আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা বোর্ড। এক্ষেত্রে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামকেই শ্রীলঙ্কা বোর্ড বেছে নিয়েছে বলে খবর।

শ্রীলঙ্কা বোর্ডের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর অর্জুনা ডি"সিলভা বলেন, 'আমরা গোটা সিরিজ একটি মাঠেই আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়েছে যে, প্রেমদাসাতেই সব ম্যাচ আয়োজিত হবে। তবে এটা নির্ভর করছে সেই সময় পরিস্থিতি কেমন থাকে তার উপর।'

শ্রীলঙ্কায় ভারত ৩টি ওয়ান ডে ও ৩টি টি-২০ ম্যাচের দু"টি সীমিত ওভারের সিরিজ খেলবে। বিসিসিআইয়ের তরফে ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করা হয়েছে সফরসূচি। ওয়ান ডে ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৩, ১৬ ও ১৯ জুলাই। টি-২০ ম্যাচগুলি খেলা হবে ২২, ২৪ ও ২৭ জুলাই। ভারতীয় দল ৫ জুলাই শ্রীলঙ্কায় পা দিতে পারে। উল্লেখ্য, করোনা মহামারির মাঝে একাধিক শহরে আইইপিএল আয়োজনের ঝুঁকি নিয়ে ধাক্কা খেয়েছে বিসিসিআই। বায়ো-বাবল ভেঙে পড়ায় মাঝপথেই স্থগিত হয়ে গিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ। তাই আগে থেকেই সতর্ক শ্রীলঙ্কা।

বাতিল করা হোক টোকিও অলিম্পিক্স, চান টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা

টোকিও, ১১ মে (হি.স.): টোকিও অলিম্পিক্স নিয়ে যখন জাপান উত্তাল হচ্ছে, ঠিক তখনই জাপানে অলিম্পিক্স করা নিয়ে নিজের মন্তব্য সকলের সামনে রাখলেন জাপানের টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা। করোনা পরিস্থিতিতে টোকিও অলিম্পিক্স বাতিলের পক্ষে মুখ খুলেন সেদেশের টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা।

বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওসাকা জানিয়েছেন, 'আমি একজন অ্যাথলিট, অবশ্যই আমার প্রাথমিক ভাবনা হবে যে আমাকে অলিম্পিক্স খেলতেই হবে। কিন্তু এমন একটা প্যান্ডামিকের সময়ে মানুষ হিসাবে আমি বলতে পারি, যদি মানুষ সুস্থ না থাকে, এবং তারা যদি নিজেদের নিরাপদ না মনে করে তাহলে এটা সত্যি ভাববার বিষয়।' টোকিও অলিম্পিক্স নিয়ে যখন জাপান উত্তাল হচ্ছে, ঠিক তখনই জাপানে অলিম্পিক্স করা নিয়ে নিজের মন্তব্য সকলের সামনে রাখলেন জাপানের টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা। যা জাপানে থাকা অলিম্পিক্স বিরোধিদের মনে একটু হলেও শক্তির সঞ্চার করবে। কারণ ওসাকাও নিজের কথার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনিও এই মুহূর্তে দেশেতে অলিম্পিক্স করার পক্ষে নন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise **and** eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, **having experience in laying GI Pipeline works minimum 2.00 KM at a stretch not less than 80 mm dia up to 3.00 P.M. on 2410512021** for the Vowing work in PWD FORM-7. **Bidders should be submitted the bank solvency certificate for an amount of Rs. 15.00 (fifteen) lacs.**

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 46/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22.	Rs. 67,18,945.00	Rs. 67189.00	180 days	Rs. 2500.00
2	DNIe-T No: 47/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22.	Rs. 56,15,442.00	Rs. 56154.00	180 days	Rs. 2500.00
3	DNIe-T No: 48/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22.	Rs. 62,94,703.00	Rs. 62947.00	180 days	Rs. 2500.00

- **Last date and time for documtntdownloading and bidding: 24/05/2021 up to 15:00 hrs**
- **Time and date of opening of bid: 25795/2021 at 16:00 hrs**
- **Document downloading awl biding at application:** https://tripuratenders.gov.in
- **Class of bidder: Appropriate Class**

All details are available in the https://tripuratenders.govin

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

(ER. GOPI MAJUMDER
Executive Engineer
DWS Division, Kalyahpur
Khowai Tripura

ICA-C-530/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-03/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.28/0412021

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Fumiirclhat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites **item rate e-tender** on double bid system from the eligible bidders up to **3.00 P.M. of. 18/05/2021** for the works vide:- (i) **DNIT.No. 07/EE/RD/KGT/D1V/2021- 22 Dt.26/0412021.** For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail-een1kgt@gmail.com. Any subsequent conrrigendum will be available in the website only.

(Er. Surajit Bhattacharyya)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

ICA-C-515/2021-22

NIeT No 05/EE/WRD-VI/e-tender/2021-22 Dt. 04.05.2021

The Executive Engineer, W.R Division No-VI, Kailashahar, Tripura(U). invites **e-tender** from eligible bidders upto **3-00 I'M on 25.05.2021** for 4 (four) No(s). Emargcncy MI works under W.R Division No-VI,Kailashahar during the year 2021-22. For details visit www.tripura.nic.in or e-mail to **eepwdwr6@gmail.com** lor clarifications, ii any Any subsequent corrigendum will be available at the websitc only.

Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

Er. Sanjay Pal)
Designation : Executive Engiheer
Water Resource Division No-VI,
Kailashahar Tripura(U).

ICA-C-525/2021-22

CORRIGENDUM

Subject: Cancellation for the following Published tender:

PNIeT No : 04/NIeT/EE/DWS/AGT/2021-22.
Memo No: F.7(26)/EE/DWS/AGT-11/**505-46**, Dated:**26/04/21**
Deadline of online bidding on Dt. 18/05/2021
a. DNIeT No:- **29**/DNIeT/EE/DWS/AGT-11/2021-22., ID: 2021_CEDWS_18111_1, Estimated cost **Rs 20,53,102/**
b. DNIeT No:- **31**/DNIeT/EE/DWS/AGT-I1/2021-22,ID: 2021_CEDWS_18114_1, Estimated cost **Rs 20,53,102/**

This is for information to all concern that the above mentioned tender has been **cancelled** by the competent authority on behalf of the **"Governor of Tripura"** due to **unavoidable circumstances,** which has already been published vide PNIeT No : 04/NIeT/EE/DWS/AGT/2021-22. Memo No: F.7(26)/ EE/DWS/AGT-**II/505-46,** Dated: **26/04/21.** All other terms & conditions of the tender in of PNIeT No : 04/NIeT/EE/DWS/ AGT/2021-22 Dated **26/04/21 remaining unchanged. The canceled tenders** vide this corrigendum will **be retendered in the upcoming PNIeTs.**

(Er. A. Debnath)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala—II
Agarta la, Tripura west

ICA-C-535/2021-22

আগরতলা পুর নিগমের একুশ নম্বর ওয়ার্ডে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয় মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

শুধুমাত্র দু'টি নয়, টিকা তৈরি করা উচিত আরও কিছু কোম্পানির ঃ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): শুধুমাত্র দু'টি নয়, টিকা তৈরি করা উচিত আরও বেশ কিছু কোম্পানির। কারণ এমনভাবে চললে, সকলকে টিকা দিতে দিতে ২ বছরের বেশি সময় লেগে যাবে। এমনই অভিমত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। কেজরিওয়াল চাইছেন, নিরাপদে ভ্যাকসিন তৈরি করতে সক্ষম এমন কোম্পানিকেও ভ্যাকসিন তৈরি করতে দেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। কেজরিওয়াল মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে, প্রতিদিন ১.২৫ লক্ষ টিকা ডোজ দিচ্ছি আমরা। খুব শীঘ্রই দৈনিক ৩ লক্ষের বেশি মানুষকে টিকা দেওয়া শুরু করব আমরা। আগামী ৩ মাসের মধ্যেই দিল্লির প্রতিটি বাসিন্দাকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছি আমরা। কিন্তু, ভ্যাকসিনের অভাবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মেরেকেটে আর কিছু দিন চলবে, এতটুকুই ভ্যাকসিন রয়েছে আমাদের কাছে।'

কেজরিওয়ালের কথায়, 'শুধুমাত্র দু'টি নয়, বেশ কয়েকটি কোম্পানির ভ্যাকসিন তৈরি করা উচিত। দু'টি কোম্পানির কাছ থেকে ফর্মুলা সংগ্রহ করে, নিরাপদে ভ্যাকসিন তৈরি করতে সক্ষম এমন কোম্পানিকে ভ্যাকসিন তৈরি করতে দেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। এই কঠিন সময়ে এমনটা করার অধিকার রয়েছে কেন্দ্রের।' কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'শুধুমাত্র দু'টি কোম্পানি ভ্যাকসিন তৈরি করছে। প্রতিমাসে ৬-৭ কোটি ভ্যাকসিন তৈরি করছে ওই দু'টি কোম্পানি। এভাবে চললে, সকলকে টিকা দিতে দিতে ২ বছরের বেশি সময় লেগে যাবে। এই সময়ের মধ্যে আরও কয়েকটি করোনার ঢেউ চলে আসবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভ্যাকসিন তৈরি করা উচিত এবং সকলকে টিকা দেওয়া নিয়ে জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করা আবশ্যিক।'

দিল্লিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এজন্য দিল্লিবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। কেজরিওয়ালের কথায়, 'দিল্লিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমছে। আপনাদের সহযোগিতায় লকডাউন সফল হয়েছে। বিগত কয়েকদিনে অক্সিজেন শয্যার সংখ্যা আমরা বাড়িয়েছি। সোমবারই জিটিবি হাসপাতালের কাছে ৫০০টি নতুন আইসিইউ শয্যা শুরু করেছি আমরা। দিল্লিতে এই মুহূর্তে আইসিইউ এবং অক্সিজেন বেডের কোনও অভাব নেই।'

কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী ফিরিয়ে দিলেন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী এক মহিলার কাছে ফেরত দিয়ে নজির করল এক যুবক। ঘটনা কমলাসাগরের বনকুমারি এলাকায়। দিনমজুর এই যুবকের মহানুভবতার ভূয়শী প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী। কুড়িয়ে পাওয়া টাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী পেয়ে এক গৃহবধূকে ফিৰিয়ে দিয়ে নজির গড়লেন কমলাসাগর বনকুমারি এলাকার এক যুবক।তার নাম নিখিল সূত্রধর। জানা যায় কমলাসাগর দেবীপুর রাজার টিলা এলাকার নির্মল দাসের কন্যা রাখি দাসের বিবাহ হয় খয়ের পুর এলাকার পরিমল দাসেৰ সাথে। রাখি দাস খয়ের পুর এলাকা থেকে বাবার বাড়ি দেবীপুর এলাকায় আসছিল। এমন সময় বনকুমারি পরিত্যক্ত সিনেমা হলের পাশে আসতেই তার একটি লেডিস মানিব্যাগ গাড়ি থেকে পড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সেই মানিব্যাগটি আর পাইনি।

এদিকে বনকুমারি এলাকার এক যুবক নিখিল সূত্রধর কাজ সেরে বাড়িতে যাওয়ার পথে সেই মানিব্যাগটি রাস্তার পাশে পায়। যার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, এটিএম কার্ড , আধার কার্ড সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী।তাছাড়া রয়েছে নগদ টাকাও। এদিকে যুবক নিখিল সূত্রধর সেই টাকা এবং মানি ব্যাগটি পেয়ে এলাকার জনগণের সাহায্য নেয় টাকাসহ ব্যক্তি প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিতে। অন্যদিকে সেই গৃহবধূ রাখি দাস তার মানিব্যাগটি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে সে রাখি দাসের সন্ধান পায় এবং মধুপুর বাজারে ডেকে এনে তার হাতে ব্যাগটি তুলে দেয়। তাতে গৃহবধূ দারুণ খুশি।এতে প্রমাণিত হলো মানবিকতা এখনো হারিয়ে যায়নি। গৃহবধূ অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে নিখিল সূত্রধরকে।

১০ দিনের লকডাউন তেলঙ্গানায় ৭ দিনের লকডাউন নাগাল্যান্ডেও

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): কোভিডের প্রকোপ থেকে বাঁচতে লকডাউনের পথে হাঁটছে বিভিন্ন রাজ্য। এবার লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিল তেলেঙ্গানা ও নাগাল্যান্ড সরকার। মঙ্গলবার তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে, বুধবার থেকে আগামী ১০ দিনের জন্য লকডাউন থাকবে রাজ্যে। এছাড়াও মঙ্গলবারই সাতদিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে নাগাল্যান্ডও।

তেলেঙ্গানা : বুধবার (১২ মে) সকাল ১০টা থেকে লকডাউন শুরু তেলঙ্গানায়। তবে লকডাউন চললেও সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত থাকছে ছাড়, জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর। এই ৪ ঘণ্টায় রাজ্যবাসীর সবরকম জরুরি প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। আপাতত ২২ মে পর্যন্ত লকডাউন থাকবে রাজ্যে। মঙ্গলবার একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী।

নাগাল্যান্ড: ১৪ মে, শুক্রবার থেকে সাতদিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে নাগাল্যান্ডও। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে লকডাউন শুরু হবে এই রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী নেইফু রিও-র নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মঙ্গলবার এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে সম্পূর্ণ লকডাউন থাকলেও ছাড় দেওয়া হবে জরুরি পরিষেবা এবং কৃষিকাজে।

কৃষিজমি পরিদর্শন করলেন প্রশাসনের আধিকারীকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। কৃষি প্রধান রাজ্য ত্রিপুরাকে কৃষিতে স্বয়ম্ভর করার জন্য সরকারের তরফে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষকরা সয়ম্বর হয়ে উঠবেন। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে দেশের সরকার ও রাজ্য সরকার কাজ শুরু করেছে। মঙ্গলবার সকালে গোমতী জেলার জিলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুপ্রিয়া সাহা সহ অন্যান্যরা উদয়পুর পশ্চিম পালাটানা নয়াঘাট এলাকায় কৃষকদের কৃষি জমি পরিদর্শনে যান।

সেখানের কৃষক বিধান দাস ,যোগেন্দ্র দাস জানান এলাকার ২০ থেকে ২৫ টি পরিবার প্রায় ২৫ কানি জায়গায় এবছরই প্রথম শ্রীপদ্ধতিতে ধান চাষ শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর থেকে প্রতি নিয়ত ধান চাষ করতে গিয়ে যা যা সাহায্য করার দরকার যেমন বীজ, ঔষধ, সার সহ কৃষি যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে সবধরনের সাহায্য করে যাচ্ছে। এবছর কৃষি জমিতে ধান উৎপাদনও হয়েছে প্রচুর।মাঝে বেশ কিছু দিন জলের সমস্যা দেখা দেওয়ার স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানোর পর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত থেকে জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।কৃষকরা প্রতিনিধি দলকে জানান অতীতে তারা কেউ শ্রীপদ্ধতিতে ধান চাষ করে নি।

রাজ্য সরকারের অনুপ্রেরনায়তে সার্বিক সহযোগিতায় কৃষকরা ধান চাষ করে লাভবান হবে বলে ধারণা করছেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি জমিতে শ্রীপদ্ধতির ধান চাষের ফলন দেখে খুবই খুশি। যদি কৃষকদের আরো কিছু সাহায্য লাগে তাহলে রাজ্যের কৃষি দপ্তর এবং প্রয়োজনে গোমতী জেলার জিলা পরিষদও কৃষকদের পাশে থাকবেন বলে গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী কৃষকদের আশ্বস্ত করেছেন।কৃষি উৎপাদনে কৃষকদের সম্পর্ক কৃষি দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য। কৃষিতে রাজ্য উঠলে রাজ্যের জনগণকে বহির রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হবে না। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সিপিএম নেতৃত্বের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যদের উপর সোমবার হামলার ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে বিরোধীদল সিপিআইএম সহ অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলি।

শান্তি বাজারে আক্রান্ত সিপিআইএম পরিবারের সাথে দেখা করতে গেলে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ও বিরোধীদলের উপ নেতা বাদল চৌধুরী সহ সিপিআইএমের নেতা তাপস দত্ত ,বাসুদেব মজুমদার পরীক্ষিত মুড়াসিং , সুধন দাস এর উপর প্রাণঘাতী হামলা সংঘটিত হয়।অভিযোগ ওঠে শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে । গতকাল বিরোধী দল নেতা ও উপ দল নেতা সহ সিপিআইএম নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে রাজ্যের অন্যান্য মহকুমা সাথে বিলোনিয়াতেও বামপন্থীরা প্রতিবাদে গর্জে উঠলো। শান্তিরবাজার এর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবির পাশাপাশি রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি তোলে প্রতিবাদী বামপন্থী নেতা কর্মীরা। সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় দলীয় কার্যালয়ের সংলগ্ন রাজপথে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিবাদ সভা। হাতে প্লেকার্ড নিয়ে বামপন্থী নেতা কর্মীরা রাস্তাতে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়। প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, দক্ষিণ জেলা জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার সহ ছাত্র-যুব , নারী সংগঠন সহ অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা। বিক্ষোভ সভা থেকে সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত বলেন রাজ্যে আইনের শাসন নেই , গণতন্ত্র নেই বলেই বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর আক্রমণ প্রতিনিয়ত চলছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সকল অংশের মানুষের কাছে আহ্বান জানান তিনি।

বিরোধী দলনেতার সহ অন্যান্যদের উপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে রাজ্যের শান্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে, বামফ্রন্ট রাজ্য কমিটির তরফ থেকে মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকার জনগণকে নির্বাচনের সময় দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তার জন্য হতাশায় বামফ্রন্ট নেতৃত্বদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। বামফ্রন্ট এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। রাজ্যে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্টা করার জন্য সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বামফ্রন্ট।

ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ প্রথমবার গড়াল মেট্রোর চাকা

ঢাকা, ১১ মে (হি.স.): ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। ঢাকার বুকে ঘুরলো মেট্রোরেলের। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর উত্তরা দিয়াবাড়ি এলাকায় মেট্রোরেলের ডিপোতে প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট বসানো হল রেলট্র্যাকে। মেট্রো ট্র্যাকে ছুটলো কিছুক্ষণ।

আজকের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাচ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, মেট্রোরেল এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎচালিত বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেন ডিপোর কোচ আনলোডিং এলাকার নিকটস্থ রেলওয়ে ট্র্যাকে এসে দাঁড়াবে। আপনাদের সবাইকে এই ট্রেনের আগমন প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুরোধ করছি। এই মেট্রো ট্রেনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একই সঙ্গে বিদ্যুৎচালিত ট্রেনের যুগেও প্রবেশ করল।

জাপান থেকে গত ২৩ এপ্রিল উত্তরা ডিপোতে এসে পৌঁছে ট্রেনসেট। বর্তমানে প্রথম মেট্রো ট্রেনসেটের ডিপোতে ফাংশনাল টেস্ট চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় তিন মাস পর অর্থাৎ চলতি বছরের আগস্ট মাসে ভায়াডাক্টের উপরে মেইন লাইনে পারফরম্যান্স টেস্ট শুরু করা হবে। ভায়াডাক্টের উপরে পারফরম্যান্স টেস্ট সম্পন্ন হওয়ার পর করা হবে সমন্বিত পরীক্ষা। তারপর ট্রায়াল রান।

এর আগে পর্যায়ক্রমে অনেক সতর্কতার সঙ্গে রাজধানীর উত্তরা দিয়াবাড়ি এলাকায় মেট্রোরেলের ডিপোর রেলওয়ে ট্র্যাকে বসানো হয় ছয়টি মেট্রোরেল কোচ। মেকানিক্যাল-ইলেকট্রিক্যাল, ওয়াশিংসহ প্রতিটি কোচের ১৯ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এর পরেই কোচগুলো লাইনে তোলা হয়। এ কাজের জন্য ইতালি থেকে এক ধরনের যন্ত্র আনা হয়েছে বলে জানায় ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। পরে ধীরে ধীরে মেট্রোরেলের ডিপো থেকে বের করা হয় স্বপ্নের লাল সবুজের মেট্রোরেল কোচগুলো। এসময় করতালির মাধ্যমে কোচগুলোকে অভিবাদন জানানো হয়।

দুস্কৃতিদের সংঘবদ্ধ হামলায় আহত ব্যক্তির মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ মে।। আক্রান্ত ও মৃত পরিবারের অভিযোগ মূলে বক্সনগর থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ না করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে,শাসক দলের নেতাদের চাপে পড়েই মামলা গ্রহণ করেনি পুলিশ। বক্সনগর এর দক্ষিণ কলম চৌড়ার নবীন কলোনি এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় আহত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ সরকার।

কলম চৌড়ার নবীন কলোনি এলাকার বিশ্বজিৎ সরকারকে গত ১৩এপ্রিল কতিপয় লোক বেধড়ক মারধর করে এবং তার কাছ থেকে টাকা এবং সোনার আংটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাতে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাকে প্রথমে বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা সংকটজনক বক্সনগর হাসপাতাল থেকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

১৭ এপ্রিল হাসপাতাল থেকে তাকে ছুটি দেওয়া হয়। আক্রান্ত যুবকের পরিবারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ রাখেনি। এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করা যাবে না বলে পুলিশ জানায়। স্থানীয় শাসক দলের নেতারা নাকি মামলা গ্রহণ করতে পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে থাকে।

তাকে পরবর্তী সময়ে আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আইএনএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। মৃত্যুর পর কোথায় পরিবারের লোকজনরা থানায় মামলা দায়ের করতে যান। তখনো পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকার করেন। ঘটনায় পরিবারের তরফ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় যুবকের মৃত্যুর পরও পুলিশ মামলা মামলা গ্রহণ না করায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শোকাহত পরিবারের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

করোনা মুক্ত ছোটা রাজন ফিরলেন তিহার জেলে

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): অবশেষে করোনা মুক্ত আন্ডারওয়ার্ল ডন ছোটা রাজন।মঙ্গলবার দিল্লির এইমস থেকে ছাড়া পেয়ে ফের তিহার জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। এপ্রিলের ২৪ তারিখ থেকে ওই হাসপাতালে ভরতি ছিলেন তিনি।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের গোড়াতেই জেলবন্দি রাজন করোনা আক্রান্ত হন। সেই সময় জানা গিয়েছিল, গোটা জেলের ২২৭ জন সংক্রমিত হয়েছেন করোনায়। তাঁদের মধ্যে ৬০ জন জেলকর্মী। বন্দিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজন। এমনও শোনা গিয়েছিল, মারণ ভাইরাসের ছোবলের কারণে তাঁর একাধিক অঙ্গ কাজ করছে না। তিনি মারা গিয়েছেন। যদিও পরে জানা যায়, পুরোটাই গুজব। শেষ পর্যন্ত সব জল্পনাকে মিথ্যেয় পরিণত করে সংক্রমণমুক্ত ৬১ বছরের রাজন। অবশেষে মঙ্গলবার দিল্লির এইমস থেকে ছাড়া পেলেন আন্ডারওয়ার্ল ডন ছোটা রাজন। ফের তিহার জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। এপ্রিলের ২৪ তারিখ থেকে ওই হাসপাতালে ভরতি ছিলেন তিনি।

২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজনকে।'ডি-কোম্পানি'র হিট লিস্টে ছিলেন রাজন।একাধিকবার তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ তথা অন্যতম সেনাপতি ছোটা শকিল। করাচি থেকে রাজনের নামে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছিল দাউদ। ২০১৮ সালে সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দে হত্যাকাণ্ডে রাজন-সহ নয় দোষীর যাবজ্জীবন জেলের সাজা শোনায় আদালত। তারপর থেকেই দিল্লির তিহার জেলে রাখা হয়েছিল তাঁকে।

৩০.৫৬-কোটির উর্ধে করোনা-পরীক্ষা ভারতে সুস্থতা ৮২.৭৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): ভারতে ৩০.৫৬-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ মে সারা দিনে ভারতে ১৮,৫০,১১০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩০,৫৬,০০,১৮৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,৫০,১১০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৪২ জন।

বহু দিন পর ভারতে কমল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৩০,০১৬। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৫৬,০৮২ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৪৯,৯৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.০৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৮৭৬ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ৯০,২৭,৩০৪ জন (৮২.৭৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩৭,১৫,২২১ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৬.১৬ শতাংশ)।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।